চলচ্চিত্র

সামাজিক নাটক

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক
শ্রীনির্ম্মলকুমার ভট্টাচার্য্য
ম্যানেজার 'তরুণ সম্মিলনী'
আলমবাজার।

দুই টাকা

প্রথম সংস্করণ

প্রিণ্টার—নির্মলকুমার দাশ
পরাগ প্রেস
১৬৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা



বাঙলা গদ্যের জনক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কেরী সাহেবকে পড়াইতেছেন।

উৎসর্গ পত্র

লেখক তার পুস্তক প্রিয়জনকেই উৎসর্গ ক'রে, তাইআমার এই ক্ষুদ্র নাটকখানি বাঙ্গলা গদ্যের জনক ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ মহোদয়ের শ্রীচরণোদ্দেশ্যেই শ্রদ্ধানত ভাবে অর্ঘ্য দিয়া নিজেকে ধন্যমনে করিলাম। ইতি—

১লা বৈশাখ, ১৩৫১ }
আলমবাজার। }

প্রণতঃ
বীরেন

— আমার যা বলার আছে —

নাটক লেখার ইতিহাস বলতে গেলে—আমার প্রথমেই বলতে হয় যে সোদর কল্প দুইটী সুহৃদ শ্রীমান অমিয় সেন শর্ম্মা ও শ্রীমান শিশির চট্টোপাধ্যায়—আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ ক'রে এই নাটক লেখবার যে প্রেরণা দিয়েছে তার জন্য এদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আমার নাটকের ভুল, সংশোধন ক'রে আমায় যাঁরা সাহায্য ক'রেছেন তাঁরা হ'চ্ছেন বাঙ্গালার প্রাচীন অভিনেতা মদীয় পূজনীয় খুল্লতাত ৺ হীরালাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, কবিরাজ পণ্ডিত সুধীন্দ্রনাথ সেন; কবিরত্ন এম, এ, মহাশয়, ডাঃ সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এস্, সি এম, বি, মহাশয় ও শ্রীযুক্ত হীরালাল মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় এঁরা প্রত্যেকেই আমার নমস্য।

আর দু'টী কথা না বললে আমার কৃতজ্ঞতার মধ্য পথ্যেই যবনিকা প'ড়ে যাবে। সে হ'চ্ছে আমাদের শ্রীমান অমিয়কুমার সেন শর্ম্মা...... তাঁর রচিত গান দিয়ে নাটকের যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রেছে ও আমার নাটকের যিনি প্রকাশক এঁরা প্রত্যেকেই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ও এঁদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমার নাটকটী কাহাকেও আক্রমণ ক'রে লেখা হয় নি। কোনরূপ রাজনৈতিক ছোঁয়াচ বা ব্যক্তিগত হিংসা এর মধ্যে নেই—এটা আমার একটী নিছক কল্পনার ছায়া মাত্র যা' সত্য হ'লেও স্থায়ীত্বের অস্তিত্ব কম তাই-ই আমার নাটকের উপকরণ ও বৈশিষ্ট্য।

ইতি—

১লা বৈশাখ ১৩৫১
৭৮ চেট্টি রোড
আলমবাজার

কবিরাজ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কবিরত্ন।

পরিচয়

পুরুষ

জগোমোহন········ প্রাচ্য-ভাবাপন্ন ব্যস্ত বাগীশ জমিদার।

তরণী······ ······জগোমোহনের পুরাতন ভৃত্য।

বিনয়·············· জগোমোহনের বন্ধু পুত্র।

সুখেন্দু ··············বিনয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

অবিনাশ····· ······পাঠশালার পণ্ডিত।

তারিণী·············· হাঁসপাতালের ডাক্তার।

শিবুপদ }
কালিদাস } পল্লী মঙ্গলের সভ্য।

কচিমদ্দি মোল্লা········ গ্রামের কৃষক।

চাষাদ্বয়, পিয়ন, মুটিয়া, গ্রাম বাসীগণ, দস্যু চোর ইত্যাদি।

স্ত্রী

সুলেখা·············জগোমোহনের একমাত্র কন্যা।

ইলা········ ····· বিনয়ের ভগিনী।

মালিকা··········· ইলার বান্ধবী।

ইলার বিধবা মা, ভদ্র মহিলাগণ, ইলার বান্ধবীগণ ইত্যাদি।

চলচ্চিত্র

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জমিদার বাটীর সংলগ্ন উদ্যান, একটি সুসজ্জিত দোলায় সুলেখা গান গাহিতে গাহিতে দুলিতেছে ও তরণী ধীরে ধীরে দোলা দিতেছে—কাল ঃ অপরাহ্ণ।

গীত

আমারি রঙীন ফুলের দোলায়
কে দু'লিবি আয়, কে দুলিবি আয়।
সমীরণ বহে, মৃদুল তরঙ্গে—
দোলা লাগে গায়,—
কে দুলিবি আয়।
বাঁশরী বাজায়ে নব নব সুরে
মোর মনচোরা, এলো হৃদি পুরে
নাচে বনপাখী, মনপাখী, নাচে
নাচি নাচি যায়!
মধুর সুরের······

তরণী গান শুনিয়া তন্ময় হওয়ায় দোলা থামিয়া গিয়াছে। তাই সুলেখা দোলা হইতে নামিয়া রাগান্বিতভাবে বলিল।

সুলেখা। দ্যাখো তরণী দা! তুমি বড় নির্জ্জীব ধরণের লোক, তোমাকে যতক্ষণ না কিছু বলা হয়—ততক্ষণ আর কিছুতেই সে কাজটা করতে চাওনা।

তরণী। না দিদি! আমি তোমার গান শুন্‌ছিলাম কি না—

সুলেখা! (বাধা দিয়া) মিথ্যে কথা বোলো না তরণী দা, গান শুন্‌লে বুঝি আর দোল দেওয়া যায় না?

তরণী। আচ্ছা, আচ্ছা, আর আমার ভুল হবে না, আগের মত আবার ঠিক দোল দোব।

সুলেখা। না। তুমি যত বুড়ো হোচ্ছ তত তোমার মিথ্যে কথা বাড়ছে। এইবার তুমি চুরিও কোরবে বুঝতে পারছি।

তরণী; আমি আবার চুরি কোরবো! কি যে বলিস সুলেখা?

সুলেখা। হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি চুরি কোরবে। আমি শুনেছি! তুমি চুরি কোরবে বোলেছো।

তরণী। (আশ্চর্য্য হইয়া) কবে দিদি, কবে?

সুলেখা। গেল রাত্রে শুয়ে শুয়ে তুমি বোল্‌ছিলে না? যে গিন্নিমা! এবার কাজ আমার শেষ হোয়েছে। চুরি ক'রে সরে পোড়বো। তারপরেই তুমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলে?

তরণী। তা হবে দিদি, তা হবে। গিন্নিমার কথা মনে হোলে আমার সব সময়েই কান্না পায় দিদি। আমার মনকে তখন আর বোঝাতে পারি না। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর যত্ন আজও আমি ভুলতে পার্ছি না দিদি।

(কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল)

সুলেখা। (বসিতে বসিতে) তরণী দা, তরণী দা কেঁদনা, আর আমি তোমাকে চোর বোল্‌বো না তরণী দা!

তরণী। (ক্রন্দন সম্বরণ) না দিদি! আমি তোর কথায় কাঁদিনি দিদি। আমার গিন্নিমার কথা মনে হ'লে—

সুলেখা। (বাধা দিয়া) মা বুঝি তোমাকে চোর বলেছিলেন?

তরণী। (দুঃখের হাসি) আমার গিন্নি মা আমাকে যে কি বলেছিলেন তা তোকে আর কি বল্‌বো সুলেখা!

সুলেখা। না। তুমি আমাকে বলো তরণী দা! তা'হলে সে সব কথা তোমাকে আর কোন দিন বোল্‌বো না।

তরণী। আচ্ছা। আজ এখন থাক দিদি আর একদিন বলবো—

সুলেখা। না তরণী দা! বোলবে নাতো? তবে যাও।

(উঠিতে উদ্যত)

তরণী। (হাত ধরিয়া) আচ্ছা আচ্ছা! তবে বল্‌ছি শোন্।

(সুলেখা বসিল)

গিন্নিমা আমার মূর্ত্তিমতী দেবী ছিলেন দিদি।

সুলেখা। তবে তুমি তাঁর কথায় অত দুঃখ কর কেন তরণী দা।

তরণী। দুঃখ কি আর আমি করি দিদি। আমার গিন্নিমা আমায় যে দিন গঙ্গাতীর থেকে ধরে নিয়ে এলেন সেদিন আমি তোকে কি বলবো দিদি আনন্দে চোখের জল আর চেপে রাখতে পারিনি।

(বলিতে বলিতে অন্যমনস্ক ভাব)

সুলেখা। তুমি গঙ্গায় গিয়েছিলে কেন তরণী দা?

তরণী। আমি গঙ্গায় গিয়েছিলুম কেন? তাও শুনবি দিদি।

(দীর্ঘশ্বাসের সহিত)

তোমার এই তরণীদার যখন বিয়ে হয়, তখন বয়স হবে আঠারো কি উনিশ, আর তোমার বৌদি উমার বয়স হবে বার কি তের।

সুলেখা। ও মা! তোমরা অত ছোট বয়সে বিয়ে ক'রেছিলে কেন তরণী দা?

তরণী। কম বয়েস কি বলছিস্ সুলেখা! তখনকার দিনে আমরাই যা বেশী বয়সে বিয়ে করেছিলুম।

সুলেখা! তোমার বয়স না হয় চলে গেল, কিন্তু বৌদির—

তরণী। তারপর শোন, আমি ছিলুম পাড়ার মধ্যে একটা ডানপিটে ছেলে। তাই কেউ আমাকে ভালবাসত না। আমিও কারুর পিছনে লাগতে কসুর করতুম না। হঠাৎ একদিন খবর পেলুম যে অর্থাভাবে বিজলী বাবুর মাতৃহীনা কন্যা উমার পাড়ার অর্থবান এক বৃদ্ধ...রোহিনী বাবুর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে। এই কথাটা শুনে তোকে কি বলবো সুলেখা! আমি একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছিলুম যে এ অন্যায়টাকে কি কোরে বাধা দিই। আমি নিজে তো পিতৃমাতৃহীন গরীব গৃহস্থের ছেলে।

সুলেখা। তারপর কি হলো?

তরণী। আমি নিজে গিয়ে বিজলী বাবুকে বল্লুম যে আপনার মেয়ে উমার ভবিষ্যতটা একবার ভেবে দেখুন। আমার কথা শুনে বিজলী বাবু নীরবে কাঁদতে লাগ্‌লেন। আমি তাঁকে বোঝালুম যে আমি আপনার মেয়ের পাত্র খুঁজে দেবো।

সুলেখা। তবে তুমি কি করে বিয়ে করলে?

তরণী। সারা গ্রামটায় উমার আর পাত্র পেলুম না। সকলেই বলে যে ওই দোপড়া মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'লে সমাজে নাকি বাধ্‌বে। তাই বাধ্য হয়ে আমিই উমাকে বিয়ে করলুম। বিয়ের রাত্রে রোহিণী

বাবুর দলের সঙ্গে তুমুল লাঠালাঠি হয়ে গেল। কাজেই বিয়ের পরদিন দেশ ছেড়ে বিদেশে বাস করতে লাগলুম। কিন্তু তাকে সুখী করতে পারলুম না সুলেখা।

(তরণী কাঁদ কাদ হইযা গেল)

সুলেখা। আমার উমা বৌদি এখন কোথায়?

তরণী। সে আর ইহ জগতে নেই বোন। একদিন চাকরী থেকে ফিরে এসে দেখলুম যে উমা আমার খুন হয়ে পড়ে আছে। আমি আছড়ে পড়লুম মাটিতে মনে হলো যেন স্বপ্ন দেখছি।

সুলেখা। (ভীতকণ্ঠে) কে খুন করলে?

তরণী। রোহিণী বাবুর লোক।

(ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া)

আমাদের যা কিছু ছিলো সব তোমার বৌদি উমার সঙ্গে পুড়িয়ে দিয়ে গঙ্গার তীরে বসে মনে মনে ভগবানকে অভিশাপ দিচ্ছি। এমন সময় চোখের সামনে এক দেবী মূর্ত্তি দেখলুম। তিনি হচ্ছেন আমার গিন্নিমা।

সুলেখা। মা তোমাকে কি বললেন?

তরণী। তিনি বললেন যে, কেন কাঁদচো বাবা? হঠাৎ একথা শুনে আমার যেন একটা চমক্ ভাঙ্গল। ভাবলুম আমার দুঃখ সহ্য করতে না পেরে গঙ্গাদেবী নিজেই বুঝি আমার উমাকে ফিরিয়ে দিতে এসেছেন। তাই আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম সেই দেবীর দিকে।

সুলেখা। তারপর তরণীদা!

তরণী। তারপর গিন্নিমা আমায় ধরে নিয়ে এলেন এই বাড়ীতে। আমারও বড় আপনার বলে মনে হোলো। তাই তাঁকে আমি মা বলে ডাকতুম আর কত্তাবাবুকে বাবা বলে ডাকি।

সুলেখা। তোমার কথা শুনে বাবা কি বললেন ?

তরণী। বাবা আমার মাটির মানুষ তাতো দেখছো দিদি। বাবা আমার জীবন কাহিনী শুনতেন আর কাঁদতেন।

সুলেখা। তাই বুঝি তুমি আমায় এত ভালবাস ?

তরণী। কই তোকে ভালবাসি সুলেখা ? গিন্নিমার ঋণ আমি শুধতে পারবো না দিদি। তাঁর ভগবানে বিশ্বাসও যেমন ছিলো তেমনি ছিলো তাঁর স্বামী-ভক্তি আর অতিথি-সেবা ।

সুলেখা। মা যখন মারা যান তুমি তখন কোথায় ছিলে তরণী দা ?

তরণী। আমি তখন গিন্নিমার পাশেই বসে ছিলাম দিদি। আমি এ বাড়ীতে আসার কয়েক বছর পরেই তোমার জন্ম হয় ! তোমার জন্ম দিনে মার আমার কত আনন্দ। কর্ত্তাবাবুতো সারা গ্রামটায় সন্দেশ বিতরণ করলেন। আমিও সেদিন আমার সব দুঃখ ভুলে খুব ছুটোছুটি করেছিলুম দিদি।

সুলেখা। (হেসে) ওঃ। আর আমার ভাতে কি করেছিলে তরণীদা ?

তরণী। সে দিনের কথা আর বলিস্‌নি সুলেখা! অতো লোক খাওয়াতে আমি আমার জীবনে কখনও দেখিনি। কর্ত্তাবাবুতো বারবার বলে পাঠাচ্ছেন যে দেখিস তরণী! যেন কারোকে অখাতির না করা হয়। অনেক বাড়ীতে শুধু জামা কাপড়কেই খাতির করে। কিন্তু তোমরা বাপু মানুষকেই খাতির করো। তা নাহ'লে হয়তো সত্যিকার মানুষ ফিরে যেতে পারেন।

সুলেখা। (উচ্ছ্বসিতভাবে) তুমি খুব খাটলে তরণীদা ?

তরণী। আমি কি শুধু একলা খাটলুম। আমার সঙ্গে ছিলো গ্রাম

খুড়ো, নিধু ঠাকুর, বিহারী মুখুয্যে, মতি ভটচার্য্যি, সিংহী মশাই, শিবু বাঁড়ুয্যে আরো কতলোক আর তার সঙ্গে চাকর বাকর তো অনেক ছিলো।

সুলেখা। (হাসিতে হাসিতে) আর আমার মা কি করছিলেন, তরণী দা?

তরণী। মা তখন আমাদের অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধরে ছিলেন রে সুলেখা।

সুলেখা। মা বুঝি নিজে হাতেই সকলকে দান করছিলেন?

তরণী। সদা হাস্যময়ী মা, দু'হাতে উজোড় করে দান কচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল যে আমার মা বোধ হয় সংসারের কারুর অভাব আর রাখবেন না। সেই খেটে খেটেই তো মার অসুখ হলো।

(দুঃখ ভরে)

সুলেখা। এমন কি অসুখ হোল তরণীদা যে, মাকে আর সারাতে পারলে না?

তরণী। বাঁচাবার জন্যে কি কম চেষ্টা করা হয়েছিল দিদি! সাহেব ডাক্তার পর্য্যন্ত দেখান হয়েছিল। বাবা আমার চিন্তা করে করে আর রাত জেগে জেগে রোগা শীর্ণ হয়ে গেলেন। কত রকম পথ্যের ব্যবস্থা, কত ওষুধ কিছুতেই কিছু হোলো না।

সুলেখা। (দুঃখভরে) মা মারা গেলেন?

তরণী। মা অসুখে পড়ে অবধি আমাকে বলতেন যে দেখ্ তরণী! আমি আর বাঁচবো না। তোদের রেখে চলে যাব। তোরা কিন্তু আমার সুলেখাকে দেখিস। যেন তার কোন কষ্ট না হয়। আমি কথা শুনে কাঁদতুম। মা আবার আমাকে বোঝাতেন যে দেখ্ তরণী দুঃখ করিস না। আমি চলে গেলেই বা। তোর ছোট বোনটী রইলো,

অমন তোর বাবা রইলো। ছিঃ কাঁদতে আছে? তুই মনে জোর না আনলে তোর বাবাকে দেখবে কে? তোর ছোট বোন সুলেখাকে মানুষ করবে কে?

সুলেখা। তুমি কি বললে তরণীদা?

তরণী। আমি আর চুপ করে থাকতে পারিনি দিদি। আমি তখন আমার মায়ের পায়ে মাথা রেখে শপথ করে বললুম, যে মা! আপনি যেমন আমায় ছেলের মতই মনে করে সরল বিশ্বাসে সব ভার দিয়ে যাচ্ছেন, সে বিশ্বাসের দাম আমি রাখবো, আমি ছোটলোক হতে পারি মা। কিন্তু বিশ্বাস করুন যে আমার ছোট বোন সুলেখাকে মানুষ না করে এ সংসার থেকে ছুটি নেব না। আর বাবাকে আমি আমার প্রাণ দিয়েও দেখবো মা। তার কয়েক দিন পরেই মা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। সে যে কি দৃশ্য সুলেখা?

(দুই জনেই কাঁদিতে লাগিল)

সুলেখা। কই? এ সব কথাতো আর কোন দিন আমাকে বলনি তরণী দা?

তরণী। সে কথা তোকে আর কি বলবো দিদি। আমি নিতান্ত হতভাগা কিনা। তাই আমার অমন মাকেও হারালুম!

(খুব কাঁদিতে কাঁদিতে)

সুলেখা! সুলেখা! মাঝে মাঝে কেন অস্থির হয়ে উঠি এবার বুঝতে পাচ্ছিস বোন? আমি এক এক করে জগতের মাঝে সর্ব্বহারা হয়ে যাব দিদি।

(দুইজনেই কাঁদিতে লাগিল)

সুলেখা।, আবার কাঁদছো তুমি তরণী দা?

তরণী। এ কান্না আর আমার থামবেনা সুলেখা। তুই যখন ছোট্ট

ছিলি। রাতে বেতের দোলায় শুয়ে ঘুমোতিস। আমিও তোর কাছেই শুয়ে থাকতুম। আর তোর দোলা নাড়া দিয়ে তোকে ভুলিয়ে রাখতুম। দোলা থামলেই তুই চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতিস্‌। আমি তোকে বুকে করে কত গান গেয়ে গেয়ে ভোলাতুম। তুই তাতেও চুপ করতিস না দেখে বাবা আমার ঘুম চোখে উঠে আসতেন। তুই যত কাঁদতিস আমার বাবাও তত কাঁদতেন! তাই আমার গান থেমে যেতো। আমার চোখের জলকে আর চেপে রাখতে পারতুম না সুলেখা।

(ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল)

সুলেখা। (কাঁদ কাঁদভাব) তরণী দা! তরণী দা! তুমি যদি আমায় এত ভালবাসতে তো এখন কথা শুনছো না কেন? চুপকর তরণীদা।

তরণী। তুই যত বড় হচ্ছিস সুলেখা। ততই যেন আমার দারিদ্রের বাঁধন আলগা হয়ে আসছে। তুই এবার বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ী চলে যাবি। আর আমি কার মুখ চেয়ে এখান থাকবো। বাবাও বুড়ো হয়েছেন। তোর শোক যদি সামলাতে না পেরে যদি সত্যি সত্যিই আমাকে রেখে চলে যান সুলেখা। তখন আমি কি করবো সুলেখা, আমার মনকে কি করে ধরে রাখবো সুলেখা।

(কাঁদিতে লাগিল)

সুলেখা। আচ্ছা তরণীদা। আমি বিয়ে করবো না। বিশ্বাস কর। আমি কক্ষণও বিয়ে করবো না।

তরণী। (কান্না থামাইয়া) পাগলী দিদি। ওকথা কি বলতে আছে? ওতে পাপ হয় পাপ হয়। আচ্ছা আমি চুপ করছি—চুপ করছি। এতদিন চুপ করে রয়েছি আর এ কটা দিন—

(নেপথ্যে জমিদার ডাকিলেন)

জগো। (নেপথ্যে) তরণী! তরণী!

তরণী। আজ্ঞে! (চোখ মুছিতে মুছিতে) সুলেখা! সুলেখা!

সুলেখা। (উভয়ে দাঁড়াইয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা ডাকচেন চলো চলো—

(উভয়ের প্রস্থান)

পর্দ্দা পড়িল

দ্বিতীয় দৃশ্য

জমিদার জগোমোহনবাবুর বাড়ীর সম্মুখ প্রাঙ্গন। কাল—প্রভাত। প্রজাবৃন্দেরা ও অন্যান্য লোক যে যার অভিযোগ লইয়া জমিদার জগোমোহনবাবুর নিকট আসিতেছেন। কয়েকজন প্রজা জমিদারের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। কালি ও শিবুর খাতা পেনসিল হস্তে কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ।

কালি। (খাতা পেনসিল হস্তে) দ্যাখ শিবু। ও তুই যতই বল ভাই। ঠাকুর কিন্তু বেশ সুন্দর দেখে আনতে হবে। গেলবারের মত করলে চলবেনা।

শিবু। তার মানে? গেলবারের বারোয়ারী পূজায় কোন ত্রুটি হয়েছিল নাকি?

কালি। ত্রুটি এমন কিছু না হলেও খুব সুশৃঙ্খলেও পূজা সম্পন্ন হয়নি। তার ওপর এই কাঙ্গালী ভোজন জিনিষটা একেবারে বাজে জিনিষ?

শিবু। আরে কাঙ্গালী ভোজন জিনিষটা নিছুক নামকেনার জন্যেই লোকে করে। এ হচ্ছে কতকগুলো লোক হাতকরবার একটা পলিটিক্যাল চাল।

কালি। তা সে পলিটিক্যাল চালটা যে যার নিজের পয়সায় করলেই তো ভাল হয়। আমাদের এ বারোয়ারীর পয়সা থেকে খরচ করা কেন?

শিবু। আরে ওটা হচ্ছে আর একটা পলিটিক্যাল চাল নিজের খরচা হলনা, অথচ পরের পয়সায় বেশ মুরুব্বিগিরি করে দান খয়রাত

করা হলো। পরের দিনে পরিবেশনকারীদের খুব নাম বেরুল যে বাবুরা বেশ দীল্ খুলে খাইয়েছে।

কালি। সে-তো নাম করবেই। হাজার হোক একবেলা পেটপুরে খেয়েছে। আহা কাঙ্গালীর জাততো, কতটা আর নিমকহারাম হতে পারে ?

শিবু। শুধু কি তাই ! আবার কাঙ্গালী খাওয়াবার সময় দেখো। এখানকার সব ব্যবসাদারগুলোই যে যার খোদ্দের পাকড়াচ্ছেন। যাঁর যে পরিচিত এবং কাজে লাগে তাকেই আগে জায়গা করে দেওয়া ও ভাল ভাল জিনিষ বেশী বেশী দিতে কি তৎপরতা। বারোয়ারীর পয়সা কিনা ?

কালি। ঠিক বলেছিস্ শিবু ! তখন যেন আমাদেরও ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেয়। অথচ চাঁদা আদায় করা আমরা ছাড়া আর কর্ত্তাবাবুরা কেউ এগোবেন না।

শিবু। ওই জন্যে চাঁদা আদায়ের ভাগও কমে এসেছে। মানুষ তো আর বরাবর ভেড়া থাকেনা। মধ্যে পড়ে আমাদেরই অসুবিধা বেড়েছে।

অবিনাশ পণ্ডিত ও কচি মোল্লার প্রবেশ। শিবু ও কালি
পণ্ডিত মশাইকে দেখিয়া সম্ভ্রমে।

শিবু ও কালি। এই যে পণ্ডিত মশাই। আসুন ! আসুন। নমস্কার।

(উভয়ের প্রতি-নমস্কার)

কালি। আমরা ভাবছিলাম আপনার কাছে যাব ?

অবিনাশ। (মৃদু হাসিয়া) কি মনে করে ? চাঁদা আদায় করতে নাকি ?

শিবু। আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটা যেন আমাদের নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি করি বলুন। এ ছ্যাঁচড়া কাজেতো আর অন্য কেউ এগোবেনা।

অবিনাশ। যা' বলেছো শিবু! আমাদের জগোমোহনবাবু না থাকলে এখানে কোন প্রতিষ্ঠানই গড়ে উঠতো না।

কালি। আপনাদের স্কুল কিরকম চলছে পণ্ডিত মশাই।

অবিনাশ। সেকথা আর বলোনা, শাসন করেই বা করব কি? পড়া পারেনা সেটা ছেলেদের দোষ নয়। দোষ তার বাপেদের।

শিবু। মানে ?

অবিনাশ। মানে আর কি। বাড়ীর কর্ত্তারা তো আর ছেলে মানুষ করবার জন্যে স্কুলে দেন না।

শিবু। (হাসিয়া) আপনি বলতে চান যে বাপমারা ইচ্ছে করেননা যে তাঁদের ছেলেরা মানুষ হোক।

অবিনাশ। তা' যদি সত্যি ইচ্ছা থাকতো শিবু! তাহ'লে কি আর গরু চরাতে দেবার মত শুধু ছেলের দলেই ছেড়ে দেয় ? কাজেকাজেই আমরাও ক্রমশঃ কেউ রাখাল কেউবা মেষপালক হয়ে দাঁড়িয়েছি। ওই পাঁচনবাড়ীটা নিয়ে কোনরকমে হেটহেটটা বজায় রাখি আর কি।

শিবু। একথা তো আপনি সব ছেলেদের গার্জ্জেনদের জানাতে পারেন।

অবিনাশ। সে আমি অনেক জানিয়েছি শিবু। কর্ত্তারা স্কুলমিটিংয়ে জয়েন করেন না দেখে আমি নিজে সকলের বাড়ীতে বাড়ীতে বলতে গেছি যে দেখুন! বর্ত্তমানে ছেলেদের পড়ার যেভাবে বই সিলেক্সান করা হচ্ছে তাতে যদি আপনারা কোন আপত্তি না করেন তো ছেলেদের বাড়ীতে পড়ার একটু ভাল ব্যবস্থা করবেন। সে কথায়

কান দেওয়া তো দূরের কথা। তাচ্ছিল্যের ভাব দেখলেই মনে হয় যে এ মান ইজ্জত খোয়াতে কেন এলুম। ধোপা, নাপিতের মত সম্মান দেখিয়ে বললেন যে দেখুন! ছেলেদের বই পড়াবার নিয়ম অর্থাৎ আইন আছে তাই সরকার থেকে যে বিধান দেওয়া হবে তাই আমাদের এবং আপনাকেও মেনে চলতে হবে। কাজেকাজেই এ নিয়ে আপনারা আর মাথা ঘামাবেন না। যেমন যেমন বই সিলেক্সান্ করা হবে তেমনি তেমনি পড়িয়ে যাবেন। এই উপদেশ নিতেই আমার যেন তাঁদের কাছে যাওয়া।

শিবু। (হাসিয়া) আপনি কেন বললেন না পণ্ডিত মশাই! যে সরকার যদি ঘড়ীর সময় বদলাবার মত বলেন যে এবার থেকে হ'য়ে আকার ব'য়ে আকার বাবা হবে।

অবিনাশ। ওঃ সটান বলে দেবে যে তাই হবে। আরে কতবড় নির্ব্বোধ। যাক সে সব অনেক কথা। এইখানেই ছাড়ান দাও। তোমাদের পূজার সব কতদূর কি করছো বলো?

কালি। পণ্ডিত মশাই! এবারে মনে কচ্ছি আমরা কাঙ্গালী ভোজন করাবনা বরং মার পূজা শেষে যদি টাকা বাঁচে তো হয় ভালো যাত্রা, থিয়েটার নয় সাধারণের অভাবমোচনের জন্য কোন জিনিষের প্রতিষ্ঠানকল্পে খরচ করব।

অবিনাশ। এতো তোমাদের বেশ ভাল যুক্তি। এতে আমারও খুব ঝোঁক আছে। আচ্ছা আমাকে যা চাঁদা দিতে হবে বলে দিও।

কালি। আচ্ছা পণ্ডিত মশাই। পূজার সামনে শিক্ষামূলক প্রদর্শনী যদি দেখান যায়?

অবিনাশ। সে মন্দ ব্যবস্থা নয়।

শিবু। খুব বড়দরের একজন কাল্‌চার্ডম্যান, তাঁর নিজের প্রদর্শনী। শিক্ষামূলক তো বটেই এবং প্রত্যেক জিনিষটার ব্যাখ্যা খুব ভাল ইংরাজীতে ট্র্যানস্‌লেট করা আছে।

অবিনাশ। (হাসিয়া) তাহলে খুব কালচার্ড লোক তো তিনি। আরে বাপু প্রদর্শনী করা হচ্ছে সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণের জন্যে। আর তা' যদি উচ্চ ভাব ও উচ্চ ইংরাজী ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। তাহলে প্রদর্শনীর তো ওইখানেই মূলে কুঠারাঘাত করা হলো। কে বাপু আর বড় বড় প্রফেসার ও ডিক্সেনারী সঙ্গে নিয়ে প্রদর্শনী দেখতে যাবে ?

কালি। কথাটা সত্যি শিবু। আমি অনেককেই প্রদর্শনীর গূঢ়তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু কেউ আমাকে ভাল করে বোঝাতে পারেনি। সকলেই বলেছেন যে ওসব নিজে খুব ভেবে বোঝবার জিনিষ।

অবিনাশ। ওকথা ছাড়া ওরা আর কি বলবে কালি। ও যাঁর প্রদর্শনী তিনিও বোধহয় ভাল করে বোঝেননি। তাই বাঙ্গলা দেশে প্রদর্শনী দেখাতে এসে উচ্চ ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করেছেন।

নেপথ্যে খড়মের খটাস্‌ খটাস্‌ শব্দ শোনা গেল। শব্দ শুনিয়াই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। এমন সময় জমিদারের প্রবেশ ও সঙ্গে সঙ্গে সকলে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল।

জগো। (সহাস্যে হাত তুলিয়া) জয়স্তু। জয়স্তু।

(জমিদার বসিলেন)

তারপর—তোমার কি সব খবর পণ্ডিত ?

অবিনাশ। আমি আপনার কাছেই এসেছি। আমার মেয়ের পাত্র ঠিক হয়েছে তাই বলতে।

জগো। তা' বেশ, বেশ! কথা পাকাপাকি করে ফেলেছ নাকি? পাত্র কেমন?

অবিনাশ। পাত্র বেশ স্বাস্থ্যবান্, শিক্ষিত, সামান্য কিছু জমি জায়গাও আছে।

জগো। তা হলে তো খুব ভাল পাত্র দেখছি পণ্ডিত। তা বেশ যোগাড় করেছ দেখছি। আচ্ছা বসো পণ্ডিত বসো। ওরে তরণী, তরণী।

তরণী। (নেপথ্যে) আজ্ঞে!

(তরণী তৎপর জমিদারের নিকট আসিল)

জগো। তার পর কচি মোল্লা তোমার খবর কিহে?

কচি। পাটের বাজার বড় মন্দা প'ড়ে বড় কষ্টে পড়ে গেছি বাবু! কিছু টাকা না পেলে—

জগো। ছেলে পুলে নিয়ে মারা যেতে বসেছো কেমন?

কচি। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু!

জগো। হ্যাঁরে কচি মোল্লা! তুই এরকম কতবার টাকা নিলি বল্ দিখিন?

কচি। আজ্ঞে তা হবে বাবু—

জগো। পাঁচবার কিন্তু কই কিছু গুছিয়ে উঠ্তে পারলি নাতো। কইরে জবাব দিচ্ছিস্ না যে?

কচি। আমি খাট্‌ছি তো খুব। কিন্তু তবু যে আল্লা—

জগো। এখন আল্লার দোষ দিলে চল্‌বে কেন? বোকা বদমায়েস কোথাকার। ওরে তরণী! তরণী!

তরণী। আজ্ঞে।

জগো। এই পণ্ডিতের মেয়ের বিয়ের জন্য সাড়ে সাতশো আর কচি মোল্লাকে সজী চাষের জন্য একশো টাকা দাওগে দেখি।

(তরণী পণ্ডিত ও কচি মোল্লাকে লইয়া গমনোদ্যত)

জগো। আর তোমাদের কি চাই গো ?

গ্রামবাসী। বাবু আমাদের পাড়ায় বড় মড়ক লেগেছে বাবু।

জগো। তা' আমার কাছে এসেছো কেন ? যাওনা হাঁসপাতালে যাওনা।

গ্রামবাসী। আমরা গিয়েছিলুম হুজুর। ডাক্তার বাবু পয়সা চাইলেন।

জগো। এঁ্যা ? ডাক্তার বাবু পয়সা চাইলেন ! হ্যাঁরে তরণী। তবে তুই যে কাল তর্ক কর্চ্ছিলি ?

(গ্রামবাসীদের প্রতি বলিলেন)

আচ্ছা তোমরা বসো। আমি তোমাদের সঙ্গে হাঁসপাতালে যাব।

জগো। (হাসিয়া) তোমরা কি মনে কোরে গো ?

শিবু। আজ্ঞে। আমাদের বারোয়ারী পূজার চাঁদা।

(আধুনিক ভাবে সুসজ্জিতা ইলা দেবীর প্রবেশ)

জগো। এই যে আমাদের ইলা মা এসো। ইলা মা এসো।

(ইলা প্রণাম করিল জমিদার দাড়ীতে হাত দিয়া চুমু খাইয়া)

কতদিন তোমায় দেখিনি মা। এ রকম চেহারা হয়ে গেছে কেন ?

ইলা। আমার দাদাও এসেছেন।

জগো। বটে ! বটে ! কই ? কই ?

(সুটকেশ হাতে বিনয়ের প্রবেশ ও প্রণাম)

এসো বাবা এসো। তোমরা একদিন আমার জন্যে কি খাটাটাই না খেটেচো। দিন রাত জ্ঞান ছিল না।

ইলা। সুলেখা কোথায় কাকাবাবু?

জগো। সুলেখা। সুলেখা ভিতরেই কোথাও আছে। চলনা মা, তোমরা সব পরের মত বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে যে, ওরে তরণী। সুটকেসটা হাত থেকে নেনা।

(তরণীর তৎক্ষণাৎ সুটকেশ গ্রহণ)

জগো। চলো ভেতরে চলো।

(শিবুর দিকে ফিরিয়া)

তাহলে শিবু! তোমাদের চাঁদাটা তরণীর কাছ থেকে নাওগে। এরা সব অনেক দূর থেকে এসেছে বাবা। এ ছেলে মেয়ে দু'টী বড় ভালো, বড় ভালো।

(জমিদার, বিনয় ও ইলার প্রস্থান)

শিবু। হ্যাঁ তরণী দা! এ তালপাতার সিপাইটী কে ভাই?

তরণী। আমরা মাকে নিয়ে যখন কল্‌কাতায় যাই—তখন এঁরা আমাদের বড্ড যত্ন করেছিলেন। তাই কর্ত্তাবাবু আর এঁদের ভুলতে পারেন নি।

কালি। আর বিবির চেহারাটিও বড় কম যান্ না। কাঠের খোদাই বলে ভ্রম হয়। না তরণীদা!

তরণী। ওসব আজকালকার চাল হয়েছে ভাই। হাসলে আর কি হবে বলো?

কালি। তাতো সত্যি। এবার কিন্তু আমাদের একটু বেশী চাঁদা দিতে হবে তরণীদা!

বলিতে বলিতে সকলের প্রস্থান, শুধু গ্রামবাসীদ্বয় বসিয়া রহিল। ধীরে ধীরে অন্ধকার হইয়া

পর্দ্দা পড়িল

তৃতীয় দৃশ্য

জমিদার বাটীর সুসজ্জিত কক্ষ। সুলেখা বেশ বিন্যাসে ব্যস্ত।

পর্দ্দা উঠিল

জগো। (নেপথ্যে) সুলেখা! সুলেখা! ওরে কারা এসেছে দ্যাখ্ কারা এসেছে দ্যাখ্।

সুলেখা (ইলাকে দেখিয়াই—) ইলাদি! ইলাদি! সত্যি তুমি তুমি এসেছ ইলা দি?

ইলা। কেন? এখনও কি তোর সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

(বিনয় ও জমিদারের প্রবেশ)

জগো। ওরে সুলেখা! আমার ইলা মাকে ভাল করে বসা। বাবা বিনয়! তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চেয়ারটা টেনে বসো।

বিনয়। আপনি বসুন কাকাবাবু!

(জমিদার বসিতে বসিতে)

জগো। আমি একবারটী ঝট্ করে ঘুরে আসবো বাবা! ওই চাষা পাড়াটায় বুঝি খুব এপিডেমিক শুরু হয়েছে।

ইলা। তা' আপনি গিয়ে কি করবেন কাকাবাবু?

জগো। আমি মা একবার তাদের দেখে ডাক্তার ও পথ্যর ব্যবস্থাটা করে দিয়েই অমনি পালিয়ে আসবো।

বিনয়। আমি আপনার সঙ্গে যাব কাকা বাবু?

জগো। তা' বেশ কথা চলোনা আমরা তুই বাপ্ ব্যাটায় মিলে ব্যবস্থাটা করে দিয়ে আসি।

ইলা! কাকাবাবু আমাদের সত্যিই নিজের ছেলে মেয়েই মনে করেন।

জগো। তা' নয়তো কিমা! তোমরাইতো আমার ছেলে মেয়ে মা!

(সুলেখা একটু কাতর দৃষ্টিতে জমিদারের দিকে তাকাইল ও জমিদার দেখিয়া সুলেখার দাড়ীতে হাত দিয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন)

আর এ সুলেখা বেটী! এ আথার ব্যাটা ও বেটী দুই-ই। তাহলে বিনয়! আমরা ঘুরে আসি চলো।

বিনয়। আজ্ঞে হ্যাঁ এই যে চলুন।

(বিনয় ও জমিদার উঠিলেন)

জগো। আমার দুই মায়ে বসে বসে এখন গল্পগাছা করো। আমি ফিরে এসে তোমাদের সঙ্গে বসে অনেক গল্প করবো! ওরে তরণী! তরণী!

(জগো ওবিনয়ের প্রস্থান। পরে সুলেখার হাত ইলা নিজের হাতের উপর রাখিয়া)

ইলা। হ্যাঁরে সুলেখা! তুই অতো জড়ো-সড়োভাবে থাকিস্ কেন বল্তো?

সুলেখা। জড়ো-সড়ো কই! বাঁরে?

ইলা। পড়াশুনা কচ্ছিস্?

সুলেখা। হ্যাঁ।

ইলা। বিকেলে ব্যাড়াতে যাস্?

সুলেখা। হ্যাঁ। তরণীদা আমাকে নিয়ে যায়।

ইলা। কে? ওই তরণী চাকর?

সুলেখা। ও চাকর কেন? ও যে আমাকে মানুষ করেছে।

ইলা। হঁ্যা, হঁ্যা। যারা মানুষ করে তারা চাকর। বুঝেছিস্? তোদের সব আবার বাড়াবাড়ি।

সুলেখা। বাবা যে দাদা বলতে শিখিয়ে দিয়েছেন।

ইলা। ও বাবারা ও রকম বলে। কিন্তু নিজেদের তো একটা জাজ্‌মেণ্ট আছে। **চাকর ইজ্‌ চাকর**। তা' না হয়ে তারা যদি দাদা হয়। তাহলে তোর একজন ব্যাটাছেলে লাভারকে কি বলে ডাকবি? বাবু বলে?

সুলেখা। (লজ্জিতভাবে) যাও ইলাদি! তুমি বড্ড অসভ্য হয়ে গেছ দেখছি।

ইলা। (একটু ঠ্যালা দিয়া) কথাগুলো বড্ড ভাল লাগছে না? শোন্, এখন তুই বড় হয়েছিস্। এখন থেকে যদি নিজের সুবিধেটা না বুঝতে শিখিস্ তো ওই পাড়াগেঁয়ে পেত্নী হয়েই থাক্‌তে হবে। কাকা বাবু তো বুড়ো হয়েছেন। কবে বল্‌তে কবে আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালাবেন।

সুলেখা। (কাঁদ কাঁদভাবে) বাবা মারা গেলে। বাবা মারা গেলে। আমার তরণী দা রয়েছে।

(কাঁদিয়া ফেলিল)

ইলা। সে তোকে দেখবে? কি রকম ছেলে মানুষ তুই আছিস্ সুলেখা? মনিব মারা গেলে চাকর কখনও দেখে?

(সুলেখাকে ধরিয়া চোখ মুছাতে মুছাতে)

চুপকর। কাঁদিস্ নি। তোকে তো আমরা আজ নিয়ে যেতে এসেছি।

দিনকতক আমাদের ওখানে রেখে দোব। তাহলে তোর অনেক বিষয়ে জ্ঞান হয়ে যাবে। সিনেমা দেখেছিস্ ? ক্যালকাটার বড় বড় হোটেলে ঢুকেছিস্ ? তবে কি দেখেছিস্ ?

সুলেখা। বাবা একবার আমায় কোল্‌কাতায় চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন ; তারপর আমি আর যা দেখতে চাই। বাবা বলেন যে চিড়িয়াখানা দেখলে কোল্‌কাতার আর কিছু দেখ্‌তে হয় না।

(হঠাৎ হাতে বোনা ছবির দিকে নজর পড়িল)

ইলাদি ! ইলাদি ! আমি কেমন বুন্‌তে শিখেছি দেখবে ইলাদি।

(ছবিটা পেড়ে এনে হাতে দিল)

ইলা। (আশ্চর্য্য হইয়া) বা তুইতো খুব ভাল বুন্‌তে শিখেছিস্— এটা আমি একটা ছবি বলে মনে কচ্ছিলুম।

জগো। (নেপথ্যে দূরে) ও সুলেখা ! সুলেখা !

সুলেখা। (তৎপর) যাই বাবা ! ইলাদি ! বাবা এসেছেন চলো চলো—

(ইলা ও সুলেখা যাইতে যাইতেই বিনয়ের ও জগোর প্রবেশ)

জগো। এই মা তোমাদের জন্যে আমি একটু তাড়াতাড়িই ফিরে এলুম।

(ইলা চেয়ার আগাইয়া দিয়া)

ইলা। বসুন। আপনি একেবারে ঘেমে গেছেন কাকা বাবু। এই সুলেখা ! পাখাটা দে ভাই।

(সুলেখা চাদর ও লাঠি লইয়া রাখিয়া পাখা লইয়া আসিতে আসিতে)

সুলেখা। তরুণীদা কোথা গেল বাবা ?

জগো। তাকে সব আমার বাকী কাজের ভার দিয়ে এসেছি মা। ওই তরণী ব্যাটা ছিল বলে এ যাত্রা আমি উদ্ধার হয়ে গেলুম।

(বিনয়কে দাঁড়াইতে দেখিয়া)

ও বিনয়! দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবা! জানো ইলা, জানিস্ সুলেখা! আজ আমার এই সাহেব ব্যাটা খুব জব্দ হয়েছে।

বিনয়। না, কাকাবাবু! আমার কোন কষ্ট হয়নি।

জগো। কষ্ট হয়নি পাজী ব্যাটা কোথাকার!

(ব্যস্তভাবে উঠিয়া বিনয়কে ধরিয়া)

দেখি, দেখি, পিঠটা একবার দেখি।

(কাদামাখা পিঠ দেখাইয়া হাসিল)

বিনয়। শিয়ালটা তাড়া করেছিলো কিনা—

(সকলে হাসিতে লাগিল)

জগো। তাই তাকে বাঘ মনে করেছিলে? দেখ্‌ছিস সুলেখা! দেখেছো ইলা? তোমাদের সাহেব দাদার সাহসটা কি রকম দেখছো?

বিনয়। (অপ্রস্তুতভাবে) নানা, শিয়ালটা কি রকম সাইজে বড় আর কি মোটা।

জগো। তা বাবা এরা রোজ ভিটামিন খায় কত? এরাতো আর সহরের মতন শুধু ভিটামিনের লেক্‌চার খায় না।

বিনয়। কিন্তু কাকাবাবু! এ রকম শিয়াল তেড়ে আস্‌তে কোথাও আমি শুনিনি।

জগো। তা' এর একটা কারণ আছে বাবা। তোমার মত পোষাক তো আর ওরা রোজ দেখে না। তাই ভয় পেয়ে তেড়ে এসেছে।

সুলেখা। (খুব হাসিয়া) ইলাদি! তাহলে বিনয়দা আমাদের খুব সাহেব তো ?

ইলা। (একটু লজ্জার হাসি হাসিয়া) দাদার সব ওই রকম কীর্ত্তি। একদিন রাত্রে বেড়ালটা যেই—

(ইলা বিনয়ের দিকে চাহিতেই বিনয় ইসারায় বারণ করিয়া তৎপরতার সহিত বলিল)

বিনয়। ইলা! মার কথা কাকাবাবুকে বলেছিস্ ?

জগো। হঁ্যা হঁ্যা। তোমার মার শরীরটে কেমন আছে মা ইলা ?

ইলা। বরাবর বাতের অসুখ আছে তাতো জানেন। সেইটাই আবার একটু বেড়েছে।

জগো। তা' চিকিৎসা-পত্তর করছো তো ? তোমার বাবারও বাত ছিলো, না মা ইলা ?

ইলা। না বাবার ব্লাড প্রেসার ছিলো।

জগো। হঁ্যা, হঁ্যা। ব্লাড প্রেসার ছিল বটে। তাই তিনি কোন ঝামালা একেবারে পছন্দ করতেন না। তিনি অনেক সময় তাই পাইখানায় গিয়ে বসে থাকতেন।

সুলেখা। (হাসিতে হাসিতে) এ মা ?

জগো। হাসছিস্ কি সুলেখা! ইলার বাবা একজন কেউকেটা লোক ছিলেন না রে। খুব বড়দরের একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন। কিন্তু কোট পেন্টুলেন কখনও পরেন নি। এদিকে ভারি গোঁড়া ছিলেন। তিনি বলতেন যে, যারা নিজের জাতের জেদ রাখতে পারে না, তারা আবার মানুষ বলে পরিচয় দেয় কি করে ?

ইলা। ঠিক বলেছেন কাকাবাবু? সেই জন্যে তিনি তথাকথিত সমাজের ওপর বড্ড ঘেন্না দেখাতেন।

জগো। তাতো দেখাবেনই মা। তিনি স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। আমাকেই কতবার ধমক দিয়েছেন।

ইলা। (আশ্চর্য্যের হাসি হাসিয়া) আপনাকেও বাবা বকতেন নাকি?

জগো। বকতেন বৈকি। তিনি বলতেন যে দেখ জগো তুমি দান করাটা একটু কম কর। এযেন তোমার নেশা হয়ে যাচ্ছে। এতে করে তুমি সমাজের বা দেশের কত ক্ষতি করছো জানো? অযথা দান, মানুষকে কত লোভী আর ঘুষখোর করে তোলে তা' ভাব কি?

ইলা। হ্যাঁ। কাকাবাবু! বাবা বড্ড একরোখা ছিলেন।

জগো। হ্যাঁ, মা! এক রোখা না হলে কি কোন কাজ হয়? এই টেনাসিটী জিনিষটা সকলেরই থাকা উচিত তবে অবশ্য বিচার করে। এই গুণটা তোমার বাবার বড্ড ছিলো আর তোমার মাও বড় বুদ্ধিমতী, অতি সদবংশের মেয়ে। তাঁর কি অসুখটা খুবই বেড়েছে?

বিনয়। তা' এক রকম খুবই বলতে হবে বৈকি।

জগো। তা' হলে তো উনি আমার আগেই সোরবেন দেখছি।

ইলা। মা সেই জন্যে আপনাকে আর সুলেখাকে দেখতে চান। তিনি আমাদের এ জন্যেই এখানে পাঠিয়েছেন। যে অন্ততঃ সুলেখাকে নিশ্চয়ই নিয়ে আসবি। আর ঠাকুরপোকে বলবি যে মা জোর করে নিয়ে যেতে বলেছেন।

জগো। তাতো বলবেনই মা। সে জোর তোমাদের আছে বৈকি।

আচ্ছা তোমরা এ পূজার কটা দিন থেকে এক সঙ্গেই সকলে যাবে। আমি না হয় তরণীকে দিয়ে বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ইলা। (হাসিয়া) খবর পাঠাতে হবে না কাকা বাবু! মা আমাদের বলেছেন যে ঠাকুরপোর প্রকৃতি তোমার বাবার মত জান্‌বে। এ পূজাতে কিছুতেই তোমাদের ছাড়বেন না। আর এ সময় তোমাদের কাছে পেয়ে খুব আনন্দ করবেন।

(শাক সব্জীর মোট মাথায় ভয়ে ভয়ে তরণীর প্রবেশ)

জগো। (রাগ ভরে) এই যে তরণী!

(তরণী চমকিয়া উঠিল)

জগো! ওরে ব্যাটা। না তুই ব্যাটাই আমাকে মারবি দেখছি। এই এত বেলা অবধি না খেয়ে, বোঝা নিয়ে বাড়ী ঢোকা হলো?

তরণী। (ভীরু কণ্ঠে) আজ্ঞে! ওরা সব আনন্দ করে দিলে কিনা।

জগো। (চমক দিয়া) এই অপ। আমি কোন কথা শুনতে চাই না (আঙ্গুল দেখিয়ে) ভেতরে চলো। ভেতরে চলো।

(তরণীর ভয়ে ভয়ে ভিতরে প্রস্থান)

জগো। (হেসে) ওমা সুলেখা। ইলা, বিনয় আয় আয় সব আয় মা। সকলে ধরাধরি করে নামাই আয়।

(যাইতে যাইতে)

ব্যাটা আমার রোজগার করে এনেছে। ওরে তরণী। তরণী! তরণী।

(সকলের প্রস্থান)

পর্দ্দা পড়িল

চতুর্থ দৃশ্য

(ইলাদের কলিকাতার বাড়ী, বাইরের ঘর বেশ আপটুডেট কায়দায় সাজান। ঘরে কয়েকটা বড় ছবি ও একটা ফোন আছে। পর্দ্দা উঠার কিছু পরে ইলা স্থলেখাকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ)

ইলা। দাদা! দাদা! কই? নেই তো? আরে গেল কোথায়।

স্থলেখা। বোধ হয় জ্যাঠাইমার কাছে।

ইলা। তা' হবে।

স্থলেখা। (হাত ধরিয়া) চলোনা ইলাদি! আমরা আর একবার জ্যাঠাইমাকে দেখে আসি।

ইলা। তোদের জ্বালায় আমি গেলুম। আজ ক' দিন ধরেই তো মাকে দেখা শুনা হচ্ছে। আর দু' চার দিন পরেই তো চলে যাবি? তোকে কি খালি মার সেবা করতেই আনলুম নাকি?

স্থলেখা। ভাই! জ্যাঠাইমা সেরে উঠলে আবার আমি আসবো, তখন আমোদ করা হবে।

ইলা। তুই বোস দেখি। আমি ছুটে, দাদাকে ডেকে আনছি।

(গমনোদ্যত)

(ফিরিয়া) সে গানটা তোর বেশ মনে আছে?

স্থলেখা। (হেসে) হ্যাঁ।

ইলা। দু' এক জনের সামনে গাইতে পারবি?

(স্থলেখা লজ্জা দেখাইল)

ইলা। (রাগভরে) পোড়ার মুখীর অমনি লজ্জা এলো। তুই এমন বোকার মতন হয়ে থাকিস সুলেখা। আমার বড্ড রাগ ধরে। নে, সে গানটা একটু ঠিক করে নে। আমি আসছি।

(প্রস্থানোদ্যত এমন সময় বিনয়ের প্রবেশ)

ইলা। (রাগ ভরে) এই যে দাদা! কোথা গিয়েছিলে বলতো!

বিনয়। মার কাছে। সুলেখা কোথায় রে ?

ইলা। এই যে এখানে ষ্টুপিডের মত বসে আছে।

বিনয়। তা' ইলা তুই সুলেখাকে অত খিঁচুস্ কেন বল দেখি? তুই এখনও ভাল করে ম্যানারস্ শিখলি না।

(বিনয় সুলেখার হাত ধরিয়া)

এসো সুলেখা! তুমি আমার গান শুনবে বলছিলে না।

(সুলেখাকে হারমোনিয়মের কাছে বসাইল)

ইলা। কোন্‌টা গাইবো রে ?

ইলা। পরশু যেটা গাইছিলে। ওই টাই গাও। মুখপুড়ি ঐটার কথাই বলছিলো।

(বিনয় সুলেখার দিকে চাহিয়া সহাস্যে)

আচ্ছা! আচ্ছা!

গান

মদির রাতি উতলা হোলো

জাগো। ললিতা।

তব মনে মোর বাজিল বাঁশী

শোনোনি কি তা?

জাগিল মাধবী সুরের ছোঁয়ায়
কুসুম সুবাস পরাণ মাতায়
অন্তর জাগিছে তোমারি আশায়
জাগো শুচিতা।
আকাশে পাপিয়া গাহিছে সুরে
বাতাসে নাচিয়া ওঠে ধরাতল,
তোমার মধুর পরশ লাগি
আমার হৃদয় পিয়াস পাগল
শিহর জাগিছে পরশে মধুর
ভরিয়া উঠিবে অন্তর পুর
জাগো সখী, মোরে শুনায়ো মধুর
মিলন কথা।

বিনয়। কি রকম লাগলো সুলেখা ?

সুলেখা। (হাসিয়া) বেশ ভালো।

বিনয়। এই তোরে ইলা। সুলেখা হাসছে।

ইলা। ওটা ওই রকম পাগলি ধরণের। নাচ, গান শেখার সখ আছে কিন্তু কারো সামনে নাচবেও না আর গাইবেও না।

বিনয়। হ্যাঁ সুলেখা! তুমি অতো লজ্জা করো ?

(ফোনের রিসিভার বাজিয়া উঠিল)

ওরে ইলা! ফোনটা ধরতো।

(ইলা ফোন ধরিল)

ইলা। হ্যালো! হ্যালো! আপনি কে। এ্যাঁ? আমি? আমি ইলা। আপনি কে?

(বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া)

সুখেন্দু দা! আপনি? বাবা কি মোটা গলা করেই ফোন করছেন! আমি ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে গেছি। হ্যাঁ? হ্যাঁ, ভ্যাবাচ্যাকা। আপনি এখন কি করছেন? কি? এসরাজ শেখাচ্ছেন? কাকে? কাজরীকে।

বিনয়। কাকে? কাজরীকে বললে?

ইলা। (বিনয়ের প্রতি) হ্যাঁ। হ্যালো কি বললেন? ঘরে কারা কথা কইছে? ও আমার দাদা আর একজন আমার খুড়তুতো বোন। নাম সুলেখা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুলেখা। বেশ কীর্ত্তন গান জানে, যা আপনি খুব ভালবাসেন। শুধু গান জানেনা আবার নাচও শিখছে। তবে নতুন বলে লজ্জাটা একটু বেশী। হাঁসছেন যে? প্রথম প্রথম লজ্জা করে না বুঝি? তবে? আসবেন কিনা জিজ্ঞেস কর্চ্ছেন? কি করেই বা বলি, ওদিকে এসরাজ শেখানটা তাহলে তো বন্ধ যাবে। এ্যাঁ? কাজরী ছোট্ট মেয়ে? না। আপনাব ধৈর্য্যও আছে বটে। আচ্ছা আসুন। হ্যাঁ। হ্যাঁ। আমরা সব বসেই আছি। আপনি কিন্তু একেবারে সিক্সটী মাইল স্পীডে আসুন। বুঝেছেন? আচ্ছা। আচ্ছা।

(হাসিতে হাসিতে রিসিভার রাখিয়া দিল)

বিনয়। সুখেন্দু কি আসবে বল্লে?

ইলা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখনই এলেন বলে। সঙ্গে বোধ হয় ভবানীদা ও কিশোরী দা আসতে পারেন।

বিনয়। এগুলো একটু গুছিয়ে টুছিয়ে রাখ। সুলেখাকে একটু সাজিয়ে দে।

(ইলা তাড়াতাড়ি সুলেখাকে একটু সাজাইয়া দিল। নিজেও সাজিল পরে ঘর সাজাইতে লাগিল)

সুখেন্দুর প্রবেশ

বিনয়। (দেখিয়াই) হ্যালো, সুখেন্দু।

বিনয় সেক্‌হ্যাণ্ড করিল।

সুখেন্দু। আঃ হাঃ।

(ইলা সেক্‌হ্যাণ্ড করিতে করিতে—)

ইলা। আপনি তো খুব মজার লোক সুখেন্দুদা!

সুখেন্দু। কেমন ঠকিয়েছি। উঁ! (হাসিতে লাগিল)

সুখেন্দু। (সুলেখাকে দেখিয়া হাত তুলিয়া) নমস্কার সুলেখা দেবী।

সুলেখা। (লজ্জিত ভাবে) নমস্কার।

(বিনয় ও সুখেন্দু বসিল)

ইলা। সুলেখা! লজ্জা করো না। ইনি হচ্ছেন আমাদের সুখেন্দুদা। ভারি আমুদে আর দীলখোলা লোক।

সুখেন্দু। (হাসিয়া ইলার দিকে চাহিয়া) আর বেশী সুখ্যাতি করবেন না ইলা দেবী। তা' হলে হয়তো আমার মন ভারী হয়ে উঠতে পারে। তারপর ইনি-ই কি খুব ভাল কীর্ত্তন জানেন নাকি?

ইলা। হ্যাঁ। কিন্তু বড্ড লাজুক।

সুখেন্দু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। আপনি লজ্জা কচ্ছেন কেন? এঁ্যা? গান গাইতে বসে লজ্জা? তবে দরকার হলে জলসায় গাইবেন কি করে?

সুলেখা। কই? না। আমি লজ্জা করিনি তো?

বিনয়। তবে একটা গান গাও। সুখেন্দু ভদ্রলোক কতদূর থেকে গান শুন্‌তে এলো। আচ্ছা আমি হারমোনিয়ম ধরছি।

(বিনয় হারমোনিয়ম ধরিল)

সুখেন্দু। হাঁ্যা, হঁ্যা। লাগিয়ে দিন—(ঘড়ি দেখে) আবার বেলা বেড়েই যাচ্ছে। ইলা দেবী! বসুন। গান শুনুন।

ইলা। এই যে আমি বসছি।

(ইলা বসিল। সুলেখা একটু লজ্জা সহকারে গীত আরম্ভ)

গীত

সাজে চাঁদের তিলকে যশোদা দুলাল
মণি হার দোলে গলে।
নাচিয়া নাচিয়া বেণু বাজাইয়া
গোচারণে কানু চলে।
(আহা) কি বা মধুর বেণু বাজে
শ্যামলী ধবলী আয় আয় বলি
কিবা মধুর বেণু বাজে।
ব্রজ নারী মন করি উচাটন
মধুর সুরে বেণু বাজে।
দেখিতে চলে
সবে শ্যামচাঁদে দেখিতে চলে
গোপাল চ'লেছে গো-পালের মাঝে
যত গোপনারী দেখিতে চলে—
শ্রীদাম সুদাম সখা ল'য়ে সাথে
নেচে চলে কানু; দেখিতে চলে।

সুখেন্দু। গানটী বড় মেলোডিয়াস্ লাগলো হে বিনয়।

ইলা। আমি বলিনি যে আপনি সত্যি-ই আনন্দ পাবেন।

সুখেন্দু। আপনি সত্যি-ই বলেছেন, ইলাদেবী। এসব কীর্ত্তন গানের মধ্যে এত মধুরতা আছে যে আমার হিংসে হয় দেবতাদের উপর। অর্থাৎ যাদের নিয়ে এই গান লেখা। আর সুলেখা দেবীও যে একজন সুগায়িকা তাতে সন্দেহই নেই। এখন এখানেই থাক্‌বেন তো?

বিনয়। মটে-ই নয়। উনি আমাদের মায়া কাটিয়ে খুব শীঘ্রই এই দু'চার দিনের মধ্যে এখান থেকে ওঁর নিজের বাড়ীতে চলে যাচ্ছেন।

সুখেন্দু। কেন! এখানকার আবহাওয়া ওঁর সুট করছে না?

সুলেখা। (লজ্জিত ভাবে) না। তা নয়। আমার আগে থেকেই পরশু যাবার কথা ঠিক আছে। না ইলা দি?

(সুলেখা ইলার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসার ভঙ্গি করায় ইলা হাসিয়া শুধু ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল)

সুখেন্দু। আবার আমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে তো? না আজকেই আরম্ভ আর আজকেই শেষ?

বিনয়। সুখেন্দু! তুমি বেশ ভাল প্রশ্ন তুলেছ। ঠিক করে জিজ্ঞেস্ করে নাও।

(ইসারা করিল)

সুখেন্দু। আমাকে আর বেশী জিজ্ঞেস্ করতে হবে না। বিশেষ করে ইলা দেবী যখন রয়েছেন।

(সুখেন্দু ইলার মুখের দিকে চাহিল।)

ইলা। সেকথা আমার সঙ্গে আগেই হয়ে গেছে। যে উইদ্‌ইন্ এ

মাছ অর টু, আবার সুলেখা আমাদের সঙ্গে মিট্ করবে, কারণ এবার সুলেখাকে এনে তেমন কিছু এনজয় করা হলো না।

সুখেন্দু। আমিও তো ওই কথাই বল্‌তে চাই যে, ক্যালকাটার মধ্যে এমন অনেক জিনিষ আছে, যা আমাদের সুলেখা দেবী কোন দিন-ই হয়তো দেখেন নি। তবে আজ যদি ইলা দেবী ইচ্ছে করেন তো, সুলেখা দেবীকে সিনেমাটা অন্ততঃ দেখিয়ে দেওয়া যায়।

ইলা। আজ আর আপনি রিকুয়েষ্ট করবেন না সুখেন্দু দা। আমাদের পাশের বাড়ীর মাসি মা, সুলেখা চলে যাবে শুনে ইন্‌ভাইট্ করেছেন। এ্যাণ্ড উই আর বাউণ্ড দেয়ার ইন্ এ ফিউ মিনিটস্।

বিনয়। (ঘড়ি দেখিয়া) ওরে ইলা! একটু পরে কি? কাঁটা প্রায়—

(ঘড়ী দেখাইল)

ইলা। এ্যাগারটার ঘরে? এইরে মাসিমা যা বক্‌বে। এই সুলেখা। চল্ চল্। দাদা! তুমি পরে এসো। আমরা চললুম। সুখেন্দু দা! এক্সকিউজ মি প্লীজ্! বাধ্য হয়ে চলে যেতে হচ্ছে। নমস্কার।

সুলেখা। নমস্কার।

(উভয়ের প্রতি নমস্কার—সুলেখা ও ইলার প্রস্থান বিনয় পিছনে পিছনে দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় উচ্ছাসিত ভাবে হাতে তালি দিয়া বলিল)

বিনয়। (সউল্লাসে) চিয়ার আপ্ সুখেন্দু।

(বিনয় খুব জোর হাসিতে লাগিল।)

সুখেন্দু। আজকে মনটা বড্ড খুসী দেখছি।

বিনয়। সুখেন্দু! সুলেখা মেয়েটা কি রকম বলদেখি?

সুখেন্দু। মন্দ তো লাগছে না। বনের চন্দনা বলেই মনে হচ্ছে। তারপব দিন দিন কিছু কিছু প্রগ্রেস হচ্ছে? না, না?

বিনয়। (খুশীভবে) ও' ইয়েস্। তবে চলে গিয়ে কি জানি যদি বদলে যায়?

সুখেন্দু। আবে নানা বিনয়। মেয়েদের নেচার তা' নয়। ও সব নিত্য প্রয়োজনীয র' মেটেরিয়াল জানবে। কাজেই সিদ্ধ হবার মত একটু সময দিতে হবে বৈকি।

তাই কবি একদিন বলেছেন—

(সুরে)　　বমনীব মন ছায়ার মতন
　　　　ধরিতে যাওসে পালাবে দূরে।
　　　　আর কাছে থেকে তুমি দূরে সরে যাও
　　　　তোমার পিছনে বেড়াবে ঘুরে॥

বিনয়। আমি কিন্তু এর অনেক খানিই মেনে চলছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ। মেনে চলো। আমিও এবার উঠি (ঘড়ী দেখে) বেলা এবার গড়াতে চলেছে।

সুখেন্দু উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বিনয ও উঠিল।

বিনয়। তা' হলে কখন আসছো সুখেন্দু?

সুখেন্দু। আজ আর হবে না। কাল সকালে তোমাদের টী-পার্টীতে মিট্ করছি। ইলা দেবীকে একটু জানিয়ে দিও।

গুড্ বায়।

(টুপি মাথায় দিতে দিতে)

বিনয়।' চিয়ার ইউ।

বিনযের সহিত হ্যাণ্ডসেক্ করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

(অন্ধকার হইয়া পর্দ্দা পড়িল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জগমোহনবাবুর বাড়ীর সম্মুখ। পিয়ন আসিয়া কড়া নাড়িতেছে।
সুলেখা ভিতরে গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত।

পর্দ্দা উঠিল।

পিয়ন। (ঘনঘন কড়া নাড়িতেছে)

সুলেখা। (ভিতর হইতে) কে ?

সুলেখা দরজা খুলিল পিয়ন সুলেখাকে দেখিয়া চিঠি বাহির করিয়া

পিয়ন। চিঠি আছে।

সুলেখা চিঠি নিল। পিয়ন অন্য একটি চিঠির ঠিকানা পড়িতে পড়িতে ভিন্নপথে চলিয়া গেল পরে তৎপরতার সহিত খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পাঠ।

(ভীত কণ্ঠে চিঠি পাঠ)

সুইট্ সুলেখা !

অনেক আরাধনার পর তোমার স্বহস্তে লিখিত একটী মধুময় পত্র পেলাম। কিন্তু সুলেখা ! চার পাঁচ খানা চিঠি দেবার পর এই ভাবে যদি একটী করিয়া চিঠি দাও, তাও তোমার ইলাদিকে, তা' হলে আমার মনের অবস্থা কি হয়, বুঝতে পারছ তো ? যাক্ বেশী লিখে মূর্খের মত আর আত্ম প্রকাশ করবো না। তা হলে হয়তো তুমি আমাকে ঘৃণা করতে পার।

আমি আগামী শুক্রবার তোমাদের বাড়ীতে নিশ্চয়-ই যাচ্ছি। অবশ্য

তোমাকে আমাদের বাড়ীতে আনতে, কারণ ইলার শুভ জন্ম তিথি উৎসব হচ্ছে রবিবার। আর এ কথা কাকা বাবুকে আগের পত্রে জানানো হয়েছে। আশা করি ওখানকার সংবাদ সব শুভ। তুমি আমার ভালবাসা নিও।

ইতি—

তোমার বিনয় দা—

(চিঠি পড়িয়া চিন্তাযুক্ত ভাবে)

আগামী শুক্রবার! সে তো আজ-ই হোলো—তা হলে এখন-ই তো এসে পড়তে পারে।

(ফিরিয়া যাইতে যাইতে)

এখানকার পিয়ন চিঠি বিলি কর্ত্তে বড্ড দেরী করে।

ইলাদি ঠিক কথাই বলেছে।

সুলেখা পূর্ব্ববৎ দরজা বন্ধ করিয়া দিল সঙ্গে সঙ্গে পট্ পরিবর্ত্তন হইয়া সিন উপরে উঠিয়া গেল। জগোমোহন বিছানার পাশে চেয়ারে বসিযা টেবিলের উপর এক মনে পত্র লিখিতেছেন ও লেখা শেষে চিঠি পাঠ করিয়া খাম ভর্ত্তি করিয়া রাখিতেছেন। ঐ ভাবে চিঠি পাঠের সময় বিনয় টুপি বগলে হাঁসিতে হাঁসিতে দুলিয়া দুলিয়া প্রবেশ।

জগো। (চিঠির পাতা উল্টাইয়া রুক্ষ ভাবে চিঠি পাঠ) এ ভাবে তোমার চিঠি দেওয়ার মানে কি?

(বিনয় হঠাৎ এ কথা শুনিয়া ভীত হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল)

একথা তোমার আগে বুঝাই উচিত ছিল যে শুধু শোক সভা আর জন্ম তিথি উৎসব করলেই কখনও সমাজের কাজ করা যায় না। এ

ভাবে রং মশালের বাজে খরচে যদি তোমরা সাধারণের অর্থ নষ্ট কর—তো তোমরা কোন দিন ই সমাজকে রক্ষা করতে পারবে না। আর দেশে কত বড় একটা অজ্ঞতা ঢোকাচ্ছ ভাব কি ?

এবার দেখ্‌ছি তোমরা পুকুরের বেলে মাছটা মরে গেলেও তার জন্যে একটা শোক সভা উৎসব করবে ! একটু তোমাদের বিচার নেই।

(বিনয় কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই)

জগো। (রুক্ষ ভাবে) বসো ডাক্তার।

বিনয়। (ভয়ে ভয়ে পদধূলি লইয়া) আঁজ্ঞে ! আমি বিনয়।

জগো। (মুখ তুলিয়া বিনয়কে দেখিয়াই) ও, বাবা বিনয় এসেছো ?

(দাড়িতে হাত দিয়া চুমু খাইয়া)

বসো বাবা বসো। তারপর তোমার মার শরীরটে কেমন বাবা ?

বিনয়। (ভয়ের হাসি হাসিয়া) এখন একটু মন্দের ভালো।

জগো। তাই হলেই হল বাবা, আমাদের এখন তাই হলেই হলো। তোমার মাতে আর আমাতে এখন জোর কম্পিটিশন চলতে লাগলো, কিন্তু কে যে জিত্‌বে সেইটাই—বলা শক্ত বিনয়। আমার ইলা মা কেমন আছে বিনয় ? মাকে যেন অনেক দিন দেখিনি বলে মনে হচ্ছে !

বিনয়। আজ্ঞে। ইলা ভালই আছে। আগামী রবিবার ইলার শুভ জন্ম তিথি উৎসব। আপনি চিঠি পান্‌নি কাকা বাবু ?

এমন সময় এক হাতে লুচি তরকারীর থালা ও অন্য হাতে শাঁড়াশী দিয়ে ধরা গরম দুধের বাটী লইয়া গাছকোমর বাঁধা সুলেখার প্রবেশ।

জগো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। চিঠি পেয়েছি বৈকি ? কি যেন সব লেখা ছিল সুলেখা ?

(সুলেখা একটু বিচলিত হইয়া ভীত ভাবে বিনয়ের দিকে তাকাইল)।

বিনয়। সুলেখাকে নিয়ে যাবার কথা ছিল কাকা বাবু।

জগো। তা' হবে, তা' হবে। তাই আমি সুলেখাকে বলছিলাম বটে যে কল্‌কাতার সব শিখো কিন্তু ওই দুষ্টামিটী যেন শিখো না।

(সুলেখা থালাও দুধের বাটী রাখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল)

সুলেখা। তরণীদা! কোথায় গেল বাবা? এ দিকে বেলা প্রায় দশটা হলো এখনও ডাক্তার এলো না।

জগো। ওমা সুলেখা! আর ডাক্তার ডাকতে হবে না মা। তরণী ব্যাটা গা হাত পা টিপে দিতে আমি আজ অনেকটা স্বস্থ বোধ কচ্ছি। এইবার তোমার লুচি, আর গরম দুধটুকু খেলেই একেবারে চাংগা হয়ে উঠবো মা। ওরে তরণী। তরণী। ও তরণী।

তরণী। (নেপথ্যে) আঁজ্ঞে!

(ডাক্তারের ব্যাগ হস্তে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ)

তরণী। আঁজ্ঞে!

জগো। ওরে ব্যাটা! তাড়াতাড়ি দুধ এনে আবার ডাক্তার ডাকতে যাওয়া হয়েছিল। আর এ দিকে সুলেখা মা কত খুঁজছে।

তরণী সকলের দিকে বোকার মত চাহিয়া হাসিতে লাগিল)

সুলেখা। (হাসিয়া) তরণীদা! ব্যাগ তো আন্‌লে, ডাক্তার কোথা? তুমি ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে এসেছো নাকি?

(সকলে হাসিতে লাগিল। এমন সময় ব্যস্ত ভাবে ডাক্তারের প্রবেশ।)

জগো। এসো ডাক্তার! এসো।

ডাক্তার। নমস্কার জগোমোহন বাবু।

জগো। (বিছানায় বসিয়া) নমস্কার। নমস্কার! ওরে তরণী। চেয়ারটা এগিয়ে দে বাবা।

(তরণী চেয়ার দিল ডাক্তার বসিলেন)

তারপর ডাক্তার! এ ভাবে আর কতদিন এরা দু'জনে পরামর্শ করে আমাকে শুইয়ে রাখবে, ডাক্তার।

ডাক্তার। আপনার তরণী খুব বুদ্ধিমান।

(জগো বিছানায় শুইতে শুইতে)

জগো। বুদ্ধিমান আর কোথা? ও ব্যাটা আমার হনুমান্, হনুমান্।

(সকলে হাসিল)

ডাক্তার টেথিস্‌কোপ বাহির করিয়া পরীক্ষার পর—

ডাক্তার। কই? কোন রকম অসুস্থতার লক্ষণ তো আমি পাচ্ছি না? আপনার হার্টের কণ্ডিসন অনেক সাউণ্ড আর উইকনেস্‌টা অনেক কমে গেছে দেখ্‌ছি।

বিনয় তা' হলে সুলেখাকে নিয়ে যাব কাকা বাবু!

জগো। তা নিয়ে যাবে বৈকি। তোমার মা যখন পাঠিয়েছেন, আবার আমা: ইলা মার যখন জন্ম তিথি উৎসব।

সুলেখা। না বাবা। আমি এখন যাব না। তুমি আরো সেরে উঠলে তারপর যাব।

ডাক্তার। আপনার বাবার জন্য চিন্তা করবেন না। উনি বেশ সেরে উঠেছেন। এখন বরং আগের চেয়েও শরীর অনেক ভাল।

জগো। বলতো ডাক্তার। আমার পাগলী বেটীকে একটু বুঝিয়ে বলতো। ওরে তরনী তুই একটু বোঝানা। একটু আবার ছাড়ান না পেলে একটা শক্ত অসুখ বিসুখে পড়ে যাবে। আরে তুই ব্যাটাইতো তখন ফ্যাসাদে পড়বি মুখ্যু কোথাকার।

ডাক্তার। (সুলেখার প্রতি) না না। আপনি দিন কতক অন্যত্রে কোথাও চেঞ্জ হিসাবে ঘুরে আস্‌তে পারেন। আপনার বাবার জন্য কোন চিন্তানেই।

বিনয়। ডাক্তার বাবু। সত্যিই কাকাবাবুর শরীর সুস্থ বুঝছেন তো? আমাদের কাছে কিছু গোপন করবেন না।

ডাক্তার। না না। এ আর গোপন করাকরি কি? বর্ত্তমানে অসুখ রিল্যাপস্ করবাব মত কোন চান্সই দেখছি না। আপনি এঁকে নিয়ে যেতে পাবেন।

জগো। হ্যাঁ মা, তা হলে তুমি প্রস্তুত হয়ে নাওগে।

(সুলেখা চলিযা গেল)

ডাক্তার। (উঠিতে উঠিতে) তা' হলে তরণী! আজ আর শিশি নিয়ে যেতে হবে না। আজ একটা পেটেণ্ট বেশ ভাল টনিকের ব্যবস্থা করে দেবে।

জগো। (হাসিতে হাসিতে) হ্যাঁ ডাক্তার! পেটেণ্ট অথচ খুব ভাল টনিক কি করে জানলে ডাক্তার?

ডাক্তার। আজ্ঞে! ওঁরা সব টনিক ও অন্যান্য ওষুধের একটা করে ভালো কাগজে ছাপাই ইন্‌গ্রেডিয়েণ্টস এণ্ড দি ডোজেজ্ পাঠায় তাই আমাদের ওই সব ওষুধের ব্যবস্থা করতে সন্দেহ করবার কিছু থাকে না।

জগো। তোমরা ব্যবস্থা দেবেনা কেন ডাক্তার! একটুও খাটবে না অথচ কাবুলিওলাদের সুদ খাওয়ার মত কমিশন্ খাবে। তোমরা শিক্ষিত হলে হবে কি! আরে নেহাত ছেলেমানুষ! নেহাত ছেলে মানুষ। তোমাদের একটু লজ্জা করে না ডাক্তার? ওই কোর্ট পেন্ট্‌লেন পরে, মাজনওলাদের মতন ফেরিওলা সাজতে?

(সকলে হাসিল, ডাক্তার গম্ভীর)

বোসো ডাক্তার। আর একটু বোসো। আজ তোমায় যখন আমি বাগে পেয়েছি, আরো দু'কথা বেশ ভাল করে শুনিয়ে দেই। যাতে আমার কথাটা তোমার সারাজীবন একটু মনে থাকে।

ডাক্তার। (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) আজ্ঞে! বলুন—

জগো। ছাখো ডাক্তার! তোমরা যদি পেটেন্ট ওষুধ ভক্ত হও? তা' হলে তোমাদের ডাক্তারির ক্রেডিট থাকবে কি সে? (হাসিয়া) আরে আমাদের দেশের পণ্ডিত গুলোতো তোমার কমিশনের চালাকি ধরতে পারবে না ডাক্তার। তারা ভাববে যে, ডাক্তারী করাটা আর বেশী কথা কি? কোন রকমে বিজ্ঞাপনের কাগজটা সংগ্রহ করে পড়লেই হ'য়ে গেল।

ডাক্তার। (অপ্রস্তুত হইয়া) তা' বটে! তা' বটে!

জগো। তা' বটে নয় ডাক্তার। এ একটা তুচ্ছ হাসির কথা নয়? তোমরা এই ভাবে দেশের ও দশের কত ক্ষতি করছো জানো ডাক্তার? মানুষ যাকে প্রাণ, মান সব দিয়ে বিশ্বাস করে আর সেই চিকিৎসকের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা জাগিয়ে দিচ্ছো?

ডাক্তার। আচ্ছা জগোমোহন বাবু! এবার থেকে পেটেন্ট ওষুধ ব্যবহার করা যথা সম্ভব ছেড়ে দোব।

জগো। তোমরা এখনই এমন নেমে গেছ ডাক্তার?

ডাক্তার। (বাধা দিয়ে) আপনি বিশ্বাস করতে পাচ্ছেন না বুঝতে পাচ্ছি। কারণ—

জগো। (সঙ্গে সঙ্গে) কারণ, আর আমি জানি না? ওই জন্যেই তো উপেন ডাক্তারকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলুম। আর তার জায়গায় তোমাকে ভর্তি করলুম।

ডাক্তার। আজ্ঞে। আমি তা' জানি জগোমোহন বাবু!

জগো। তোমার মত উপেন ডাক্তারও জানতো যে, হাঁসপাতালটা গরীবদের জন্যে তৈরী। তাই গরীবদের কাছ থেকে পয়সা চাওয়াটা একেবারে অমার্জ্জনীয় অন্যায়। তবু তিনি গরীব চাষাদের কাছ থেকে পয়সা নিতেন। ন্যা তরণী?

তরণী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

জগো। শুনছো ডাক্তার। তাকে আমি পই পই করে বারণ করেছি। তবুও তার লোভী মনকে সংযত করতে পারিনি ডাক্তার।

ডাক্তার। তাঁর হয়তো মাথার দোষ ছিল জগোমোহন বাবু।

(সুলেখা সুসজ্জিতা বেশে প্রবেশ। ডাক্তার উঠিয়া দাড়াইলেন)

আচ্ছা। আমি উঠছি জগোমোহন বাবু। তরণী চলো—

জগো। ডাক্তার! ওষুধটা তা হলে একটু তাড়াতাড়িই পাঠিয়ে দিও। ওরে তরণী! আর একবার যা বাবা।

তরণী ডাক্তারের ব্যাগ হাতে লইল।

বিনয়। একটা গাড়ীর কি হবে কাকা বাবু?

জগো। ও তরণী।

তরণী। আজ্ঞে।

জগো। যাবার সময় একটা গাড়ী ডেকে দিয়ে যাস্ বাবা। এরা সব যাবে।

ডাক্তারের সঙ্গে তরণীর প্রস্থান। সুলেখার প্রতি

ওমা সুলেখা! অতো মন ভারী করে রইলি কেন মা? আয়মা, আয়। আমার কাছে আয় দেখি।

ধীরে ধীরে সুলেখা কাছে আসিল। জগোমোহন আদর করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন।

আমার জন্যে মোটে চিন্তা করবি না মা। আমি খুব চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। আর যদি অসুস্থ হয়েই পড়ি, তোমার ডাক্তার রইলো, তরণীদা রইলো চট করে গিয়ে তক্ষুণি তোমাকে নিয়ে আসবে।

সুলেখা। তুমি বেশী ঘোরাঘুরি করোনা বাবা। আর ঠিক সময়ে খাওয়া নাওয়া করবে।

জগো। তা' সব আমি ঠিক গুছিয়ে করবো মা। শুনছো বিনয়! আমার সুলেখা মার একবার শাসন করাটা শুনছো। এ:বটী বোধ হয় সত্যিই আমার মা ছিলরে বিনয়। আর তরণী ব্যাটা আমার কে ছিল বলতো সুলেখা! ও ব্যাটাও তো আমাকে কম জব্দ করে না।

বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল

জগোমোহন সুলেখার দাড়ী ধরিয়া

তা হলে এসো মা। এসো। মার আমার ক' দিন অনাহারে আর খেটে খেটে হাড় মাস কালি হয়ে গেছে। ওইটুকু মেয়ে সহ্য হবে কেন?

বিনয়। (প্রণাম করিয়া) আচ্ছা, তাহলে আমরা আসি কাকাবাবু।

জগো। (দাড়িতে হাত দিয়া) এসো বাবা বিনয়। একটু সাবধানে যেও। দু' জনেই ছেলে মানুষ যাচ্ছ। গিয়েই চিঠি দিও বাবা। মনটা একটু অস্থির হয়ে রইলো। তরণীকে পাঠাতুম। তবে ও ব্যাটা আবার আমাকে একলা ফেলে যেতে চাইবে না। (উঠিয়া) আচ্ছা চলো। আমি তোমাদের গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে আসি।

(সকলের প্রস্থান। হর্ণ বাজিয়া গাড়ী দূরে চলিয়া গেল। জগোমোহন পরে আসিয়া চেয়ারে বসিয়া এক মনে পত্র লিখিতে বসিলেন। কিছুক্ষণ পত্র লেখার পর তরণী এক হাতে ঔষধের শিশি ও অন্য হাতে দুইটী আপেল লইয়া প্রবেশ।

তরণীকে দেখিয়া)

জগো। (লিখিতে লিখিতে) ওরে তরণী !

তরণী। আজ্ঞে !

জগো। এই বাবা ! এইবার সব চিঠি লেখা শেষ হয়ে গেছে। এইবার তুমি পড়তো বাবা।

তরণী। আজ্ঞে। আপনি পড়ুন। আমি শুনি।

(তরণী একটী ছুরী ও ডিস লইয়া আপেল ছাড়াইয়া রাখিতে লাগিল ও চিঠী শুনিতে লাগিল)

জগো। এটা এখনও শিরোনামা লেখা হয়নি। দ্যাখদেখি তরণী ! লেখাটা ঠিক হলো কিনা ?

তরণী। আজ্ঞে। পড়ুন।

জগো। প্রিয় পণ্ডিত,

আমার শারীরিক অসুস্থতার জন্যে ক' দিন তোমার স্কুলে যেতে পারিনি। তা বলে তুমি মনে কোরনা যে তোমাদের প্রতি আমার টান কমে গেছে। আজকে আমি সুস্থ থাকার দরুন দেশের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সম্পাদককেই আমার মতামত জানিয়ে পত্র লিখেছি। তোমাকেই আমার শেষ পত্র লেখা। অবশ্য তুমি আমার সব যুক্তিই বরাবর অবাধে মেনে আসছো এবং ভবিষ্যতেও যে মানবে সে বিশ্বাস তোমার প্রতি আমার আছে। তাই বলছি যে বই যে রকমই সিলেক্সান করা হোক, তুমি কিন্তু বিবেচনা পূর্ব্বক ছেলেদের অন্যান্য জ্ঞান পূর্ণ শিক্ষা দেবে। যাতে ছেলেরা সত্যিকারের মনুষ্যত্ব ফিরে পায়। তুমি শিব গোড়তে যেন বাঁদর গোড়ে বসো না। তোমায় একথা লেখার মানে হচ্ছে যে শিশুদের মন কাদার মত নরম অথচ ছেলেরা মার কোল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সঙ্গ পায়। তাই তোমার শিক্ষার ছোঁয়াচ শিশুদের মনে যে রূপ দেবে, সে রূপ ছেলেরা সারা জীবনেও ভুলতে পারবে না

তাই তোমার দায়িত্ব জগতের মধ্যে সব চেয়ে বেশী। এটা কুমোরের মাটির পুতুল গড়া মনে করবে।

(জগোমোহন পাঠান্তে তরণীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন)

তুই যে কিছু বল্‌লিনা, তরণী ?

তরণী। আজ্ঞে। কাদার মধ্যে কাঁকর থাকলে সে। বাছতে লেখেননি তো ?

জগো। কেন বল দেখি ?

তরণী। কুরুই না বাছলে মাটির গড়ন ভাল হবে কি করে ?

জগো। (অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক বলেছিস তরণী! তাই চিঠিটা আমার কাছে কেমন জানি খটোমটো ঠেকছিলো।

(জগোমোহন চিঠিতে লিখিয়া পুনরায় শুনাইলেন)

স্কুলে যদি বদ্ ছেলে থাকে তো তুমি তার আলাহিদা ব্যবস্থা করে দেবে। কাদার মধ্যে কাঁকর থাকলে, তোমার গড়নের দোষ হবে পণ্ডিত! এই বুঝে ভবিষ্যতে তুমি চলবে।

(জগোমোহন পাঠ শেষে তাড়াতাড়ি চিঠী খামে ভর্ত্তি করিয়া শিরোনামা লিখিয়া খাম আটিয়া)

তাহলে তরণী! চিঠিগুলো ফেলে দিয়ে আয় বাবা।

তরণী। আজ্ঞে। যাই।

(তরণী তাড়াতাড়ি ফলগুলি ডিসে সাজাইল এবং এক গ্লাস জল দিল)

তরণী। আপনি ফলগুলো সব খেয়ে ফেলুন। আমি চিঠিগুলো ফেলে আসি।

(তরণী সব চিঠী বুঝিয়া লইয়া চলিয়া গেল। জগোমোহন হাসি ভরা মুখে তরণীর গমন পথের দিকে চাহিয়া ফল খাইতে লাগিল)

পর্দ্দা পড়িল

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইলাদের কলিকাতার বাড়ীর সম্মুখ। একটি মুটে তরিতরকারীর মোট মাথায় করিয়া প্রবেশ। পরে—সুখেন্দু বয়েজ স্কাউট ট্রেনারের বেশে প্রবেশ। হাতে খাবারের চ্যাংড়া ও ফুলের মালা।

সুখেন্দু। (ব্যস্ত ভাবে) আরে এই মুটিয়া! তুম্ এতনা জোর চালা আয়া?

মুটিয়া। (কপালের ঘাম মুছিয়া) হঁ্যা মালিক!

(দরজা খোলা না পাইয়া সুখেন্দু হুইশিল লইয়া "ডেঞ্জার হুইশিল দিল)

বিনয়। (নেপথ্যে) যাই সুখেন্দু!

(বিনয় দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল)

সুখেন্দু! এত দেরী করে এলে যে?

(সুখেন্দু খাবারের চ্যাংড়াটা মুটের বাজারের মোটের উপর চাপাইয়া দিয়া পাইপ মুখে দিতে দিতে)

সুখেন্দু। এই মুটিয়া! ভিতর যাও।

(মুটে মোট লইয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল)

সুখেন্দু। (একটু চালে) আর ভাই বলোনা। এই বয়েজ স্কাউটের ট্রেনার হয়ে, রবিবার সকালের দিকে একেবারে ব্যাডলি এনগেজড থাকতে হয়।

(মুটিয়া খালি ঝোড়া হাতে সেলাম দিল। সুখেন্দু পয়সা দিল। মুটিয়া চলিয়া গেল।)

তারপর ইলাদেবীর কি জন্মতিথির ভোজ হয়ে গেছে ?

বিনয়। হাঁ। এখন সব গান, বাজনা হচ্ছে। চলো ভিতরে চলো।

সুখেন্দু। চলো।

(উভয়ে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল)

পট পরিবর্ত্তন

[ইলার কক্ষ—ইলা ফুলের সাজে সুসজ্জিতা। ইলার বিধবা মা ও কয়েকজন মহিলা ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। ইলার বান্ধবীরা বসিয়া রহিল। অপ্সরী বেশে সুলেখা আরো দেয়ালের দিকে সরিয়া গেল।]

সুলেখা। (মন ভারী করিয়া) ইলাদি ! জ্যাঠাইমা চলে গেলেন ইলাদি।

ইলা। (মৃদু হেসে) মা বরাবর ওই রকমের। কারো সামনে একেবারে বেরুতে চান না।

(ফুলের মালা হস্তে সুখেন্দু ও বিনয়ের প্রবেশ)

বিনয়। (ব্যস্ত ভাবে) সুখেন্দু ! তুই ভিতরে বোস। আমি আসছি।

(বিনয়ের প্রস্থান)

সুখেন্দু। আজ যে দেখছি, যেন স্বর্গরাজ্য গোড়ে তুলেছেন ইলা দেবী।

মালিকা। আজ সত্যি ইলাদিকে দেবীর মতই দেখাচ্ছে।

ইলা। (রাগের ভান করিয়া) তুই চুপ্ কর, মালিকা।

সুখেন্দু। কেন ? মিস্ মালিকা তো সত্য কথাই বলেছেন, বক

নারীর বেশে যত স্নিগ্ধতা আছে, এত স্নিগ্ধ রূপসজ্জা বোধ হয় অন্য কোন সম্প্রদায়ের নারীর মধ্যে নেই।

ইলা। যান্ সুখেন্দু দা! এত দেরী করে এসে এখন ফ্ল্যাটারি করা হচ্ছে। কই? আপনার সুরুচি দেবী এলো না? হিংসে হ'লো বুঝি?

সুখেন্দু। আমি এখানে আসার সময় খুব চেষ্টা করেছিলাম যে কুমুদ আর সুরুচিকে সঙ্গে আন্‌তে। কিন্তু শুনলাম যে, তাদের নাকি আজ সাঁতার আছে।

ইলা। না থাকলেও এখন আছে মেনে নিতে হবে। আমি মিছিমিছি আপনার খাতির রাখতে গিয়ে মাঝে থেকে ইনসাল্‌ট হলাম বইতো নয়?

সুখেন্দু। (সুলেখাকে দেখিয়া) আরে। আরে। সুলেখা দেবী যে, লাইক এ্যান এ্যাঞ্জেল।

সুলেখা। (রাগের ভানে) আপনি দেরী করে এলেন বলে আমাদের ইলাদি কি রকম রাগ কচ্ছে!

সুখেন্দু। সে রাগের পুরস্কার আমি সঙ্গে করেই এনেছি সুলেখা দেবী। এই দেখুন!

(ফুলের মালা ইলাকে পরাইয়া হাসিতে লাগিল। ইলাও
সঙ্গে সঙ্গে সুখেন্দুর পদধুলি লইয়া মাথায় দিল।)

মালিকা। অমনি সঙ্গে সঙ্গে শাঁখটাও বাজিয়ে দেব নাকি? সুখেন্দু দা!

সুখেন্দু। (মৃদু হাসিয়া) মানে—? তারপর সুলেখা দেবী! আপনি আমাদের গান শুনাবেন না?

মালিকা। সুলেখাদি! এইবার একটু ভাল করে?

(সুলেখা ইলার সম্মতির জন্য।)

সুলেখা। ইলাদি?

(ইলা হাসিতে হাসিতে ঘাড নাড়িয়া সম্মতি দিল সুলেখা নাচের ভঙ্গীতে গান আরম্ভ করিল, গান আরম্ভ হইবার একটু পরে গানের তালে তুড়ি দিতে দিতে বিনয়ের প্রবেশ)

গীত

ওলো ও শ্রীমতি
ভাবিছ কি বসি
শ্যামের বাঁশী-বুঝি বাজে ওই বাজে গো
ঘর ছাড়ান সুরের বাঁশী বাজে
উতলা রাধিকা গৃহ মাঝে
কানুর পিরীতি
জানে না সে রীতি
আকুল হিয়া মাঝে দোলা যে লাগে গো
বাজে ওই বাজে গো
(হায়) মধুর সুরে বাঁশী সর্ব্বনাশা
করে রাধিকা সখীরে ওই বিবশা

শুনি কানুর মুরলী
ভয় মান সব ভুলি
রাধিকা ধেয়ে চলে বনের মাঝে গো
বাজে ওই বাজে গো।

(গান শেষে—বিনয় সুখেন্দুর পিঠে হাত চাপড়াইয়া বলিল।)

বিনয়। সুখেন্দু! কি রকম লাগছে?

সুখেন্দু। (তন্ময় হইয়া) আজকের ঘটনাটা আমার অনেক দিন আগের একটা কল্পনা বলে মনে হচ্ছে।

সুলেখা। (ইলার কাছে যাইয়া) আর আমি এখন গাইতে পারবো না ইলাদি।

সুখেন্দু। না না। সে ভয় করবেন না সুলেখা দেবী। এইবার উঠ্‌বো।

বিনয়। সে কি সুখেন্দু? আজকের দিনে কিছু খাবি না?

সুখেন্দু। না ভাই! বয়েজ স্কাউটের খানায় এখনও পেট জাম্‌ হয়ে আছে। আমি বরং রাত্রে ঘুরে এসে খাবো।

বাহিরের দিকে গাড়ীর হর্ণ বাজিতে শোনা গেল সুখেন্দু তৎপরতার সহিত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া

বাই জোভ্‌ ওঃ বিনয়! ইলা দেবী! গাড়ী এসে গেছে যে। (ঘড়ী দেখিয়া) আরে অনেক বেলা হয়ে গেছে তো? তাহলে আর দেরী করা ঠিক নয়। তোমরা সব রেডী—হয়ে নাও। আমি ওয়েট্‌ করতে বলি। কেমন?

(তৎপর টুপি মাথায় দিতে দিতে প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর

ইলাদের বাটীর সম্মুখ। ঘনঘন গাড়ীর হর্ণ বাজিতে লাগিল। সুখেন্দু ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া পরেশ ড্রাইভারকে হাত নাড়িয়া ইসারা করিয়া অপেক্ষা করিতে বলিল। পরে নিশ্চিন্তভাবে পাইপ মুখে দিয়া আগুন ধরাইয়া ধীরে ধীরে পাইচারি করিতে লাগিল।

সুখেন্দু। (হাত নাড়িয়া) ওরে পরেশ ! পরেশ ! একটু দাঁড়াও !

(ইলা, সুলেখা আপটুডেট্ কাযদায ও বিনয় সুট পরিযা একসঙ্গে প্রবেশ)

ইলা। (ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে) সুখেন্দুদা ! আজ আমরা কিন্তু ওয়াছেল্ মোল্লার দোকান ঘুরে, তবে আপনাদের বাড়ী যাব। আর তারপর সিনেমা। আর না হলে এই করে আমার শীতের কোন পোষাক কেনা হচ্ছে না ?

সুলেখা। ইলাদি ! আমি যাবনা ইলাদি (করজোড়ে) আমায় মাপ কর ইলাদি।

সুখেন্দু। কেন ? মুসলমানদের দোকান বলে কি ঘেন্না করছেন সুলেখা দেবী ?

সুলেখা। না না। ওই মোল্লারা সব বাবার খুব ভক্ত। যদি বলে দেয় বাবাকে।

বিনয়। (হাসিতে হাসিতে) এ তোমাদের কচিমোল্লার কেউ নয় ?

সুলেখা। (হাসিয়া) ঠিক বলছেনতো ?

বিনয়। হ্যাঁ। হ্যাঁ। চলো।

(সকলে খুব জোরে হাসিতে হাসিতে গাড়ীতে উঠিয়া প্রস্থান। ক্রমশঃ দূরে গাড়ীর হর্ণের শব্দ শোনা যেতে লাগলো) -

পর্দা পড়িল

তৃতীয় দৃশ্য

জ্যোৎস্না সিনেমার সম্মুখ। সম্মুখে রাজপথ—বুকিং ঘর। অৰ্দ্ধ উলঙ্গ ছবি সাজান। টিকিট বিক্রয় হইতেছে। বাহিরে সিঁড়ির পাশে বসিয়া ভিখারী গান গাহিতেছে। সুলেখা, বিনয় ও সুখেন্দু বাহির হইয়া আসিল এবং বিনয় ভিখারীকে পয়সা দিল।

গীত

ভুলের হাটে বেসাত্ করে
কাটলো রে তোর বেলা
দিন ফুরালো গান থামিল
হলো যাওয়ার বেলা।
ভুল দিয়ে তুই বাঁধলি রে ঘর
ভুলের বালুচরে
সেই চরেতে ডুবিলে ঘর
কে রাখিবে তোরে
চোখের ঠুলি নে সরায়ে (মন)
পাবি তবে আলা।

সুলেখা। (বেগে বাহির হইয়া) ছিঃ ছিঃ, বিনয়দা! এই তোমাদের নারী প্রগতি— (রাগান্বিতভাবে সুলেখার প্রস্থান)

(সুখেন্দু ও বিনয় উভয়ে উভয়ের মুখ চায়াচায়ি করিয়া বলিল)

বিনয়। সুলেখার কি হলো সুখেন্দু? তুমি কিছু সিরিয়াসলি?

সুখেন্দু। (বাধা দিয়া) না না। বিলিভ্‌মি।

বিনয়। ইলাকে তোমাদের বাড়ীতে রেখেআসাটা মোটেই ভাল হল না।

সুখেন্দু। টিকিট কাটতে এসে এ বড় ট্র্যাজিডী তো! ইলা দেবীকে আনতে গাড়ী পাঠাব?

বিনয়। আচ্ছা সুলেখা কি করে দেখি। মাথার কোন দোষ আছে নাকি? তাওতো ঠিক জানিনা।

(বলিতে বলিতে উভয়ের সুলেখার দিকে প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর

বিনয়দের বাটীর সম্মুখ।

(সুখেন্দু ও বিনয়ের প্রবেশ পরে সুলেখার দ্রুত প্রবেশ, রাগে মুখচোখ লাল)

সুলেখা। আমি চল্‌লুম—। বিনয়দা! ইলাদিকে বলে দেবেন।

(সুলেখা রাগিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বিনয় হাত ধরিল)

বিনয়। একলা কোথায় যাবে?

সুলেখা। বাড়ীতে বাবার কাছে।

বিনয়। সুলেখা! যদি যেতেই হয় তাহলে আমিই তোমাকে কাকার কাছে পৌঁছে দেবো।

(সুলেখা ঝনকা মারিয়া হাত ছিনাইয়া)

সুলেখা। (রাগের সহিত) হাত ছাড় বিনয়দা! তোমাদের একটু লজ্জা ঘেন্না বলে জিনিষ নেই। তোমরা পুরুষ বলে পরিচয় দাও কি

করে? (ভেংচে) নারী প্রগতি! নারী প্রগতি! পুরুষ প্রগতি যেখানে এখনও সম্ভব হয়নি তারা আবার নারী প্রগতি করতে যাচ্ছে। তোমরা কি মানুষ? একটা কার্ণিভ্যালের ক্লাউনের যে পোষাক সেই পোষাক এখন তোমাদের অঙ্গের ভূষণ। আপ্ টুডেট বেশে নারীর বিদ্রূপ মূর্ত্তি—জামা কাপড়ের দোকানে সংসাজিয়ে রাখা হয়েছে। নারীদের নামে জুতা, জামা বিক্রয় হচ্ছে। নারীদের উলঙ্গ ছবি সিনেমার দেয়ালে এঁকে রেখে পৌরষ দেখান হচ্ছে? সেই পুরুষ তোমরা।

(সকলে স্তম্ভিত হইয়া পরে)

বিনয়। আচ্ছা সুলেখা! আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করছি যে এ পোষাক আর পরবোনা। (মৃদু হাসিয়া) সুলেখা! তুমি বিশ্বাস কর।

সুলেখা। হাসতে তোমাদের একটু লজ্জা করেনা বিনয়দা। তোমরা নিজেরা নারী প্রগতির ধাপ্পাবাজি দিয়ে নারীদের গৃহের বাহিরে এনে অপমান করতে?

(সুখেন্দু তাড়াতাড়ী টেলিগ্রাম কাগজ বাহির করিয়া হাতে দিতে দিতে)

সুখেন্দু। আপনি কি বলছেন সুলেখা দেবী? নারীকে আমরা অপমান করি? এখানটা একবার পড়ে দেখুন দেখি।

(সুলেখা টেলিগ্রাম কাগজে তার নাচের ছবি দেখিযা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া)

সুলেখা। এঁ্যা! এ আপনি কি করেছেন সুখেন্দু বাবু। আমার সর্ব্বনাশ করেছেন? আমার নাচের কথা টেলিগ্রামে তুলে দিয়েছেন? আমার দেশে যাওয়ার পথ একেবারে বন্ধ করে দিলেন সুখেন্দু বাবু?

(কাঁদিতে কাঁদিতে)

বাবা! বাবা! একটু ভুলের জন্য তোমার আদরের সুলেখা, কুলহারা হয়ে গেল বাবা। আজ আর আমার কেউ নেই।

(জোরে কাঁদিতে কাঁদিতে বেগে প্রস্থানদ্যত। বিনয় হাত ধরিয়া বলিল)

বিনয়। সুলেখা। আমি আছি তোমার। আমি তোমায় ভালবাসী।

সুলেখা। আমি বিয়ে করবনা। প্রতীজ্ঞাবদ্ধ।

বিনয়। সুলেখা। তুমি যা' চাও তাই দিয়ে তোমায় আমি সুখী করবো।

সুলেখা। পারবেনা। এ পথ বড় শক্ত। আমি এখন নিরুদ্দেশের যাত্রী।

(সুলেখার ভিতরে প্রবেশ)

বিনয়। (জোরে) সুলেখা! সুলেখা!

(বিনয় ও সুখেন্দু উভয়েই ভিতরে প্রবেশ)

পর্দা পড়িল

চতুর্থ দৃশ্য

জগোমোহন বাবুর শয়ন কক্ষ। তরণী আপন মনে ঘর পরিস্কার করিতেছে। ঘরের বিছানাপত্তর এলোমেলো অবস্থায় রহিয়াছে।

জগো। (নেপথ্যে) তরণী! তরণী!

(তরণী জমিদারের সাড়া পাইয়া উত্তর দিল)

তরণী। আজ্ঞে।

(জমিদারের প্রবেশ)

জগো। ওরে তরণী। তরণী! আমার কেমন যেন মাথাটা ঘুরুছেরে তরণী!

তরণী। (ব্যস্তভাবে) আজ্ঞে! আপনি চোখ বুজিয়া বসে পড়ুন, আমি আপনার বিছানাটা ঠিক করে দিই।

জগো। (চোখ বুঁজিয়া বসিতে বসিতে) ওই কালিদাঁদের বাঁধটা একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিলো—তাই সেইটাকে তৈরী করাতে করাতে হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। বাড়ী আস্‌তে আস্‌তে বড্ড মাথাটা ঘুরছেরে তরণী।

(তরণী চটপট বিছানা করিয়া জগোমোহনকে ধরিয়া তুলিয়া আনিতে আনিতে কহিল)

তরণী। আজ্ঞে! আজ আপনার বেরুন উচিত হয়নি।

(তরণী গামছা জলে ভিজাইয়া জগোর মাথায় দিতে দিতে)

আপনি একটু চোখ বুজে শুয়ে থাকুন। আমি তারিণী ডাক্তারকে ডেকে আনি।

(জগো হাত তুলিয়া)

জগো ! ডাক্তারকে খবর দিতে আমি লোক পাঠিয়েছি তরণী ! শিবু ও কালিপদ আস্‌ছিল তাই তাদের আমি বল্‌লুম যে আমার শরীরটা কেমন কর্‌ছে, তারিণীকে একবার খবর দাও। আহা ! ছেলে দু'টি বড় ভালো তক্ষুণি তারা ছুট্‌লো।

(জগোমোহন তরণীর পিঠে হাত রাখিয়া)

দ্যাখ্‌ ব্যাটা তরণী ! যদি আমার একটা ভালমন্দ কিছু হয় তো তুই ব্যাটাই আমার কায়ার ছায়া রইলি তরণী। আমার বড় সাধের প্রতিষ্ঠানগুলি, এর যেন কোন ক্ষতি না হয়! (একটু থামিয়া) আর আমার সুলেখাকে দেখিস্‌। ওর নাচগান ছাড়িয়ে বিয়েটা দিয়ে দিস্‌। (একটু থামিয়া) তোর গিন্নিমা মারা যাবার পর তার বিনুনী কেটে যে তুলে রেখেছিস্‌। সেটা আমার সঙ্গেই দিয়ে দিস্‌। আর দ্যাখ্‌ ব্যাটা তুই-ই আমার মুখাগ্নি করবি আর গলায় কাছা নিবি।

তরণী। (কাঁদ কাঁদভাবে) আজ্ঞে। সুলেখা দিদি।

জগো। নারে তরণী ! মাকে আর আমার মরার কথাটা ঝট্‌ করে শোনাস্‌নিরে তরণী ! তাহালে মা আমার সহ্য কর্‌তে পারবে নারে !

(ডাক্তারসহ শিবু ও কালির প্রবেশ)

ডাক্তার। আপনার হঠাৎ আবার কি হলো জগোমোহন বাবু ?

জগো। (হাত বাড়াইয়া) দ্যাখো তো ডাক্তার ! এ আমার কি হলো ?

ডাক্তার। (পরীক্ষান্তে) হার্টটা একটু দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে ! আচ্ছা একটা কার্ডিওজলের এ্যাম্পিউল ভেঙ্গে খাইয়ে দিচ্ছি।

(জগোমোহন ঔষধ খাইয়া একটু পরে শিবুর দিকে চাহিয়া কহিল)

জগো। বাবা শিবুপদ ! তোমরা আমার কাছে কি জন্য আস্‌ছিলে বাবা ?

শিবু। (দুঃখের সহিত) আজ্ঞে ! সে কথা এখন থাক্।

জগো। নানা। এই বেলা জিজ্ঞেস্ করে নাও বাবা। পরে যদি আবার সময় না পাও। বুড়ো হয়েছি কখন বল্‌তে কখন দম্‌টা একেবারে আটকে যাবে।

শিবু। আমাদের তর্ক হচ্ছিল, যে নাট্যকার ও অভিনেতায় পার্থক্য কি ?

জগো। ওটা এমন কিছু নয়। তবে প্রকৃত যিনি নাট্যকার, তিনি হচ্ছেন দার্শনিক অর্থাৎ জ্ঞানি। আর প্রকৃত যিনি অভিনেতা, তিনি হচ্ছেন একজন সাধক অর্থাৎ ভক্ত। আর যাঁর দু'টো-ই আছে তিনি জগতের কাছে মুক্ত। ভক্তি আর জ্ঞান মিশে মোক্ষ হয়ে গেছে শিবু।

কালি। অভিনেতা একজন সাধক ?

জগো। তা' বৈকি বাবা। নাট্যকার তো সত্য রূপ বর্ণনা করলেন তাঁর জ্ঞান দিয়ে, আর অভিনেতা তাকে যে জীবন্ত করে তুল্‌লে ভক্তি দিয়ে কাজে-ই অভিনেতা একজন সাধক বৈকি।

(জগোমোহন কথা শেষ করিয়া একটু হাঁপাইতে লাগিলেন)

ডাক্তার। আপনার এখন কি কষ্ট হচ্ছে জগোমোহন বাবু ?

জগো। আমার কষ্ট এমন কিছু হচ্ছে না, তবে একটু যেন হাঁফ্ ধরছে মনে হচ্ছে।

ডাক্তার। বুঝেছি। শিবু ! শিবু ! অক্সিজেন গ্যাস্ ! অক্সিজেন গ্যাস। হাসপাতাল থেকে আনো।

(শিবু ও কালি ছুটীয়া প্রস্থান)

ডাক্তার। আপনি একটু চুপ করুন জগোমোহন বাবু।

(জগোমোহন হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটু অস্বস্তি সহকারে পাশ ফিরিয়া)

জগো। ওরে তরণী! দাঁড়িয়ে রইলি কেন বাবা? আমার এই হাতের আঙ্গুল গুলো একটু টেনে দেতো তরণী।

(জগো হাত বাড়াইয়া দিলেন তরণী একে একে আঙ্গুল টানিতে লাগিল)

ডাক্তার। জগোমোহনবাবু! এবার শরীরটা কেমন মনে হচ্ছে?

(জগো হাত বাড়াইয়া)

জগো। দ্যাখোতো ডাক্তার! আমার নাড়ীর গতি থেমে আসছে কিনা? ওরে তরণী!

(জগো দুঃখভরা স্বরে)

আমার এ ভাঙ্গা বুকটাতে একটু হাত বুলিয়ে দেতো তরণী!

(তরণী তাড়াতাড়ি বুকে হাত বুলাইতে লাগিল ও জগো তরণীর হাত দু'হাতে ধরিয়া)

তরণী! বাবা! তুই সব সাধতো আমার পূরণ কর্‌লি কিন্তু একটি সাধ যে তুই বরাবর বাকী রেখেদিলি তরণী।

(জগোর কাঁদ কাঁদ ভাব দেখিয়া তরণী কাঁদিতে কাঁদিতে)

তরণী। আজ্ঞে! কি? বলুন।

(জগো আরও বেশী হাঁপাইতে লাগিল)

জগো। বল্‌ছি বাবা। বলছি। ও ডাক্তার বড্ড কষ্ট হচ্ছে যে। ওরে তরণী। আমি এখন কি করি বলতো তরণী!

(জগো ছটফট করিতে লাগিল, তরণী জোর কাঁদিতে কাঁদিতে)

তরণী। আজ্ঞে! ভগবানের নাম করুন। ভগবান আপনার ভাল করবেন।

(জগো দুঃখের হাসি হাসিয়া)

জগো। ভগবান আবার আমার ভাল করবে? (কান্নার সহিত) দয়াল মধুসূদন, নারায়ণ, আমার সুলেখা আর তরণী রইলো। এদের মনস্কামনা যেন পূর্ণ হয় ভগবান।

(তরণী কাঁদিতে কাঁদিতে)

তরণী। আপনি যে কি বলছিলেন?

জগো। হ্যাঁ, এই যে বলি, বলি। তুই ব্যাটা বরাবর বাবা বলে লোকের কাছে পরিচয় দিয়েছিস্ কিন্তু কই? একদিনও তো আমাকে বাবা ব'লে ডাক্‌লি না তরণী?

তরণী। (কাঁদিয়া) বাবা!

জগো। ওরে ভাল করে জড়িয়ে ধরে ডাক্। তরণী!

তরণী। (জগোকে ধরিয়া) বাবা!

জগো। তরণী!

তরণী। বাবা!

জগো। তরণী!

তরণী। বাবা! বাবা!

(এই ভাবে কয়েকবার উভয়ে উভয়কে জড়াইয়া ও চিৎকার করিয়া ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ জগো দম্ আটকাইয়া চোখ বাহির করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া গেল। পরে তরণী উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে জগোকে নাড়া দিয়া বারবার ডাকিতে লাগিল। ডাক্তার ব্যস্তভাবে নাড়ি দেখিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

ডাক্তার। এক্সপায়ার্ড!

তরণী। (নাড়া দিতে দিতে) বাবা। বাবা! বাবা।

পর্দ্দা পড়িল

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(জমিদার বাড়ীর সম্মুখ—কাছা গলায় তরণীর প্রবেশ, হস্তে একটী পত্র)

তরণী। (চিঠি পাঠ) শ্রীচরণেষু—

কাকাবাবু যথা সময়ে তরণীদার টেলিগ্রামে আপনার অসুস্থতার কথা জেনেছি। ইলার জন্মতিথির দিন আমাদের যে ঘরোয়া আনন্দ উৎসব হয়েছিল। তা'তে ইলাই একরকম জোর করে সুলেখাকে নাচতে ও গাইতে বলে। তারপর আমার বন্ধু সুখেন্দু টেলিগ্রাম পত্রিকায় ইলার জন্মতিথি উৎসবের বিবরণ দিতে গিয়ে সঙ্গে সুলেখার নাচের প্রশংসা করে একছত্র লিখে দিয়েছে এবং আপনি নিশ্চয় সেটা পড়েছেন ও খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছেন আমাদেরই উপর তা বুঝেছি। আপনাকে একদিন সাক্ষাতে সমস্ত জানাবো। হঠাৎ সুলেখা কলিকাতার চালচলনে বিরক্ত হয়ে একটা চিঠি লিখে রাত্রে কোথায় চলে গেছে। তাকে আমরা খুব খুঁজছি—আজও সন্ধান পাইনি। যদি সুলেখা বাড়ীতে গিয়ে থাকে তো সত্বর আমাদের জানাবেন। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার মুখ নেই। সকল বিষয় অবগত হয়ে বিবেচনা পূর্ব্বক ক্ষমা করবেন। ইতি—

আপনার অনুগত—

বিনয়

তরণী। উঃ ভগবান। ভগবান।

(তরণী কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ বুজাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল)

(ফলহস্তে কালীর প্রবেশ)

কালি। তরণীদা! তরণীদা! এতো ভাবছো কেন তরণীদা? (কাছে গিয়া হাত ধরিয়া) চলো খাবে চলো। একেবারে কিছু না খেলে—

তরণী। (পত্রদান) এটা পড়ে আমাকে ঠিক করে বুঝিয়ে দাওতো কালি

কালি। (পত্রপাঠান্তে) এঁ্যা! সুলেখা চলে গেছে? তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা? এখন তুমি কি করবে তরণীদা?

তরণী। এখন আমি কি করবো বলোতো কালি! (কাঁদিয়া) আত্মহত্যা? আত্মহত্যা?

কালি। না না তরণীদা! তোমার হাত ধরে আমি বারণ কচ্ছি। অন্ততঃ আমাদের মুখচেয়ে তুমি বেঁচে থাক তরণীদা! আমরা তবুও ভাববো যে জমিদার বাড়ীর কেউ এখনও আছে। বলো তরণীদা আমার কথা রাখবে বলো?

তরণী। কথা রাখবো? আর আমি কার জন্য কথা রাখবো কালি?

কালি। কেন? তরণীদা! তুমি আমাকে আর শিবুকে পর মনে করো? কিন্তু আমরাতো তোমাকে বড় ভায়ের মতই মনে করি তরণীদা।

তরণী। (উঠিতে উঠিতে) আচ্ছা আমি বাঁচবো। দেখি ভগবান কত বজ্র হানতে পারেন আমার বুকে। (চাবির তাড়া বাহির করিয়া) তাহালে কালি! তোমরা একটু ঘরদোরগুলো দেখাশুনা করো। আমি একবার সুলেখাকে খুঁজে দেখি। দেখি তার যদি সন্ধান পাই—

কালি। তুমি এখনই যাবে তরণীদা। শিবু যে এখনি আসবে বোল্‌লে ?

তরণী। শিবুকে বলো যে আমি মরবোনা। সুলেখাকে খুঁজতে যাচ্ছি। যদি দেখা নাও পাই তাহলেও তোমাদের কাছেই ফিরে আসবো। বাবার শেষ কাজ তো আমাকেই করতে হবে।

কালি। (কাঁদকাঁদভাবে) তরণীদা। তুমি চলে যাচ্ছ কিন্তু শিবু এসে আমাকে বকবে।

তরণী। শিবুকে বুঝিয়ে বলো কালি। যে তোমাদের ছেড়ে তরণীদা স্বর্গে গিয়েও থাকতে পারবেনা। (চাবির তাড়া লইয়া এই নাও চাবির তাড়া। তোমরা দু'জনে সব দেখাশুনা করবে। কালি আমি চল্‌লুম ভাই।

(তরণীর বাটীর উদ্দেশ্যে প্রণাম)

কালি। তুমি খেয়ে যাও তরণীদা ! আজ ক'দিন খাওনি !

তরণী। যা দেবে আমার হাতে দাও কালি। রাস্তায় যাবো আর তোমাদের দেওয়া ফল খাবো।

(কালির ফল প্রদান ও কাঁদকাঁদভাবে)

কালি। তরণীদা ! ঠিক ফিরো। তোমার কথা আমরা বিশ্বাস করি। আচ্ছা চলো। তোমায় আমি খানিক এগিয়ে দিয়ে আসি।

তরণী। অনেক দেরী হয়ে গেছে। আর দেরী করা ঠিক নয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্যপথ। দু'জন লোক একটী চোরকে টানিতে টানিতে লইয়া যাইতেছে। চোরটীর মাথায় একটী পট্টিবাঁধা, পরনে আধময়লা কাপড়। জড়ান বাঙ্গালে কথা, দাড়ি আছে অল্প অল্প, পৈতা গলায়, সিঁদুরের ফোটাকাটা ও টিকি আছে। ভদ্রলোকদুটী যতবার তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে—তাহার উত্তর চোরটীর কাছ থেকে পাওয়া যাইতেছে না, তাই সকলে মাঝে মাঝে তাকে মারিতেছেও ঘাড় ধরিয়া ঝনকা মারিতেছে। তবে কিছু কিছু উত্তর পাওয়া যাইতেছে।

প্রথম। (নাড়া দিতে দিতে) কিরে? উত্তর দিচ্ছিস না যে?

দ্বিতীয়। (ঘুষি তুলে) আরো ঘাকতক দিতে হবে।

চোর। আঁ, আঁ, আঁজ্ঞে। বোলছি বাবু।

প্রথম। বল আগে নাম বল।

চোর। আমার নাম বাবুজান। আজ্ঞে।

দ্বিতীয়। (ধমক দিয়া) ফের আজ্ঞে? বল কেন তুই উঁকি মারছিলি?

চোর। আমি হো হো হোটেল মনে করেছিলুম বাবু।

প্রথম। এখানে তোর কে আছে? তুই কোথায় এসেছিলি?

চোর। আজ্ঞে। আমার বুহুই বাড়ী এসেছিনু হুজুর।

প্রথম। বুহুই বাড়ী? তোর বুহুইয়ের নাম কি?

চোর। মে মে মে মে মেনাজুদ্দি—

দ্বিতীয়। বটে? তোর বুহুই কোথা থাকে?

চোর। ওই লাইনের ওপারে।

প্রথম। লাইনের ওপারে? কি কাজ করে?

চোর। দেড় বছর হোল বুহুই মারা গেছে বাবু।

দ্বিতীয়। উরে ব্যাটা! (থাবড়া দিয়া) ঠিক বল্ এখানে কেন এসেচিস্!

চোর। (কাঁদিয়া) বিড়ি ধরাতে এসেছিলুম বাবু।

(চোরের বসিয়া পড়িবার চেষ্টা দেখিয়া চুল ধরিয়া টানিয়া)

প্রথম। সত্যি কথাটা বলো না ব্যাটার ছেলে।

চোর। (বোকার মত কাঁদিতে কাঁদিতে) আমাকে কুকুরে তাড়া করেছিলো। তাই আমি এখানে এসেছিলুম হুঁজুর।

দ্বিতীয়। (ভেংচাইয়া) তাই আমার আদুরে খোকার ভয় কচ্ছিলো। (রাগিয়া) তোর বাড়ী কোথায় বল্।

চোর। বাড়ী আমার বে-বে-বে-বে—এগোডাঙ্গা।

প্রথম। কি বল্লি? বাড়ী—হেগো ডাঙ্গা।

চোর। বে বে বেগো ডাঙ্গা বাবু।

দ্বিতীয়। বেগো ডাঙ্গা। (ধাক্কা দিয়া) চল্ চল্ ব্যাটার ছেলে। থানায় চল্।

প্রথম। হ্যাঁ হ্যাঁ দু'চার ঘা দিতে দিতে দারগা বাবুর কাছে নিয়ে চল্।

চোর। (কান্নার সুরে) কেন বাবু! আমায় মারছো?

দ্বিতীয়। টান্ টান্ ব্যাটাকে (ধাক্কা দিয়া) চল্ চল্ থানায় ব্যাটাকে নিয়ে চল্।

সকলে টানিতে টানিতে প্রস্থান।

(রুক্ষ বেশে ও শুষ্ক মাথায় তরণীর প্রবেশ)

তরনী। ভগবান্! ভগবান্! আমার সুলেখা! আমার সুলেখাকে পাইয়ে দাও ভগবান্। আমার সুলেখাকে পাইয়ে দাও ভগবান্।

(প্রস্থান)

দৃশ্যান্তর

বনপথ একাকী তরণী

তরণী। ভগবান্! আর যে আমি সহ্য কর্‌তে পাচ্ছি না ভগবান্! (কাঁদ কাঁদ স্বরে) সুলেখা! বোন্। কোথায় গেলি? দেখা দে। ভগবান্ পাইয়ে দাও। সুলেখাকে আমার পাইয়ে দাও-ভগবান।)

(প্রস্থান)

পৰ্দ্দা পড়িল

তৃতীয় দৃশ্য

গভীর অরণ্য। এক কাপালিক ধরণের দস্যু। দস্যুর পরণে কৌপিনের উপরে একটী মস্ত আলখাল্লা জামা, মাথায় লাল পটা বাঁধা। মাথার চুল, গোঁফ দাড়ি বড় বড়। কপালে লম্বা সিঁদুরের ফোঁটা কাটা। হাতে একটী বড় চক্‌চকে ছোরা। এই অরণ্যে লুকাইয়া থাকে দস্যুবৃত্তির জন্য। একটু কিছু দূরে গিরিধারী দেবতার মন্দির আছে। মন্দিরে পূজা দিবার জন্য সুলেখা ফল ও ফুল ইত্যাদি—লইয়া দূর হইতে আপন মনে গান গাহিতে গাহিতে সুলেখা আসিতেছে।

গীত

দেবতা গো, নয়ন তোলো
নয়ন তোলো
তোমার দেউলে আমি পূজারিনী
দুয়ার খোলো
তোমার পূজার আরতি ছলে
আমি একেলা দেউল তলে
মম হৃদয়ের গোপন কোনে
হে প্রিয়তম প্রদীপ জ্বালো।
গাঁথিয়া মালা এনেছি একা
হে প্রিয় মোরে দাওগো দেখা
ভুল করে পাওয়া
যত দুখ ব্যথা
যত অভিমান
আজিকে ভোলো

(হঠাৎ অরণ্য মধ্যে বিকট হাস্য)

দস্যু। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

সুলেখা। (চমকিয়া) কে ?

দস্যু। (ছোরা দেখাইয়া হাসি) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

(দস্যু আগাইয়া আসিতেছে দেখিয়া সুলেখা ভীত হইয়া পূজা উপাচার সব ফেলিয়া উচ্চকণ্ঠে)

সুলেখা। দস্যু! তুমি কি চাও বলো ? আমায় মেরোনা। আমায় মেরোনা। (করজোড়ে) গিরিধারী ! গিরিধারী !

দস্যু। (হাত ধরিয়া) পেরান্ নিয়ে যদি জিউতে চাস্ তো সব খুলিয়ে দিয়ে চলিয়ে যা।

সুলেখা। দস্যু। তোমাদের ধর্ম্মজ্ঞান বেশী আছে আমি জানি। আমার সব নাও কিন্তু কাপড়টা পোরে যেতে দাও। ভেবে দেখো আমি মেয়ে মানুষ।

দস্যু। তোর কাপড়টা বড্ড দামী আছে। ই আমি ছোড়তে পারবে না।

সুলেখা। আচ্ছা দস্যু ! তোমার জামাটা খুলে দাও। ওই জামা পোরে আমার লজ্জা নিবারণ কোরবো।

দস্যু। আচ্ছা। সি খুব ভাল কোথা' আছে। আমি ইখ্নি তুমাকে জামা দিচ্ছি।

এই বলিয়া ছোরা রাখিয়া জামা খুলিতে আরম্ভ এমন সময় সুলেখা ভয়ে ভয়ে ছোরাটী উঠাইয়া লইয়া দস্যুর জামা খোলার অবসরে ছোরাটী দস্যু বুকে আমুলে বসাইয়া দিল। দস্যু বিকট চিৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল

দস্যু। (আর্ত্তনাদ) আঃ আঃ আঃ আঃ। ইঃ ইঃ ইঃ ইঃ ইঃ।

দস্যু বুকে হাত চাপিয়া ছট্ ফট্ করিতে করিতে মরিয়া গেল ও সুলেখা ছুরী ফেলিয়া দিয়া বসিয়া করজোড়ে কান্নার সহিত চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল।

সুলেখা। হে গিরিধারী ভগবান্ আমায় রক্ষা কর। কে কোথায় আছ ? আমায় রক্ষা কর। তরনীদা ! তরনীদা ! বাবা। বাবা।

সুলেখা কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল পরে মাথার লালপটী বাঁধা রুক্ষ কেশ কিছু কিছু দাড়ী আছে তরণীর প্রবেশ

তরনী। (ব্যস্তভাবে) কে? কে? কে আর্ত্তনাদ করছো? কে তুমি রমণী?

সুলেখাকে অজ্ঞান দেখিয়া ধরিয়া উঠাইবার সময় মুখ ঘুরাইতেই
সুলেখাকে চিনিতে পারিয়া

কে? সুলেখা? সুলেখা? আমার সুলেখা?

তরণী কাছে বসিয়া পড়িল ও সুলেখা চোখ বোজা অবস্থায় পাশ ফিরিতে ফিরিতে

সুলেখা। (চোখ বোজা অবস্থায়) উঃ কে? তরনী-দা?

তরনী। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি তোর তরনী-দা।

তরণী কাঁদিতে লাগিল। সুলেখা চোখ খুলিল। তরনীর মাথায় লালপটী বাঁধা
দেখিতেই পুনরায় চোখ বুজিয়া সুলেখা চিৎকার করিয়া উঠিল।

সুলেখা। না, না। ওই মাথায় লাল পটি। তুমি দস্যু! তুমি দস্যু! আমায় মেরো না আমায় মেরো না।

তরণী মাথার লাল পটী খুলতে খুলতে

তরণী। সুলেখা! আমি দস্যু নই। দস্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমি মাথায় লাল পটি বেঁধেছি।

সুলেখা। (পুন চোখ খুলিয়া তরণীকে চিনিয়া) তরণীদা! তুমি! বাবা কোথায়?

তরণী। আমি তোকে খুজতে এসেছি বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে—কিন্তু তুই এখানে কেন? দস্যুকে কে মারলে?

সুলেখা। আমি ফুল তুলে গিরিধারীর পূজা দিতে যাচ্ছিলুম। পথের মধ্যে ওই দস্যু আমাকে ধরে। তাই আত্মরক্ষার জন্যে ওরই ছোরা দিয়ে ওকে মেরেছি তরণী দা!

তরণী। বেশ করেছিস্ বোন্। ভগবান্ গিরিধারী-ই তোকে রক্ষা করেছেন। চল্ আগে গিরিধারীকে দর্শন করে, তার পর বাড়ী যাব।

সুলেখা। আমার শরীর অবশ হয়ে গেছে একটু অপেক্ষা কর তরণীদা। আমি একটু জিরিয়ে নেই। বড় তৃষ্ণা, একটু জল।

তরণী। চল আমি তোকে মন্দিরে নিয়ে যাই সেখানে তোকে জল খাওয়াব।

(তরণী সুলেখাকে ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান)

পর্দ্দা পড়িল

চতুর্থ দৃশ্য

জগোমোহন বাবুর শয়ন কক্ষ। ঘরের মধ্যে শিবু ফুলের মালা গাঁথিতেছে। কালি ঘর পরিষ্কার করিতেছে। জগোমোহনের বিছানা বেশ পরিষ্কার। চারিদিকে ফুল ও ফুলের মালা দিয়ে সাজান। ধুপ ধুনার ধোঁয়া উঠিতেছে। ইত্যাদি—

শিবু। কালি! পুরুত মশায়ের কাছ থেকে ফর্দ্দটা এনেছিস্?

কালি। (ঘর গুছাইতে গুছাইতে) না ভাই আমার যাওয়া হয় নি। আজ ঠিক যাব।

শিবু। অমনি যাবার সময় পণ্ডিত মশাইকে একবার ডেকে দিস।

কালি। আচ্ছা। তরণীদা কি ফিরবে বোলে মনে হয় শিবু?

শিবু। নিশ্চয়। তবে ফিরতে কিছুদিন দেরী-ও হতে পারে।

কালি। তা হলে ফর্দ্দ এনেই বা কি হবে? জগোমোহন বাবুর শেষ কাজ কে করবে?

শিবু। কেন? তরণীদা না এলে জগোমোহন বাবুর শেষ কাজ বুঝি বন্ধ থাকবে?

কালি। তবে তুই করবি নাকি?

শিবু। কেন? আমি কি জগোমোহন বাবুর আত্মীয় নই?

কালি। মানে?

শিবু। আরে সব মানে কি আর অভিধানে থাকে? আমি যে আত্মীয় নই তার প্রমাণ?

কালি। প্রমাণ আর কি? তুমি জমিদার বংশের কেউ নও। এই প্রমাণ।

শিবু। আরে রক্তের সম্বন্ধর সঙ্গে আত্মীয়তার কি এমন বাধ্যবাধকতা আছে? আর তাই যদি থাকতো তো নিজেদের বংশের মধ্যে কি এত বিরোধ হয়? যার ফলে আত্মীয়তা চিরতরে নষ্ট হয়।

কালি। তাহলে কি বুঝতে হবে যে, যার আত্মার সঙ্গে যার আত্মার মিল খেয়েছে, সেই তার আত্মীয়!

শিবু। আঁজ্ঞে! ওই যতদিন আত্মার মিল থাকবে, ততদিন-ই সে তার আত্মীয়। কাজে-ই আমি ও তুমি দুজনেই জগোমোহন বাবুরবিশেষ আত্মীয় তরণীদাও তাই।

(শিবুর পিছন দিকের দরজা খুলিযা কাঁদিতে কাঁদিতে সুলেখা ও তরণীর প্রবেশ)

কালি। (দেখিয়াই) শিবু! শিবু! তরণীদা! তরণীদা!

শিবু। (সব রাখিয়া) এ্যা তরণীদা?

শিবু ও কালি তৎপর উঠিযা দাঁড়াইল, সুলেখা ধাবে ধীবে আগাইযা গিয়া বিছানা জড়াইযা অঝোবে কাঁদিতে লাগিল সঙ্গে সঙ্গে তরণী কাছে গিযা দাঁড়াইযা কাঁদিতে লাগিল।

সুলেখা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বাবা! বাবা! কোথায় তুমি গেলে বাবা! আমায় একটি বার দেখা দাও বাবা। তোমার সুলেখা! তোমায় ছেড়ে আর কোথাও যাবে না বাবা। আর কোথাও যাবে না।

তরণী। (সুলেখার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) সুলেখা! সুলেখা! কালি! ফুলের মালা। শিবু! বাবা মার ফটো।

কালি ও শিবু একে একে ফুলের মালা, ফটো ধুনুচি ইত্যাদি আনিয়া সুলেখার কাছে দিল। সুলেখা আঁচল দিয়া ফটোগুলি মুছিযা একে একে বিছানার উপরে তাকিয়ায় হেলাইয়া পাশাপাশি বাখিল। পরে ধুপ ধুনা আরতির মত কবিযা গলায আঁচল দিযা ছবির উদ্দেশ্যে উইংশেব দিকে সম্মুখ করিয়া নতজানু হইয়া অঝোরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রণাম করিতে লাগিল। এমন সময ধুতি চাদর পবিযা বিনযেব উদভ্রান্তভাবে নেপথ্যে ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ।

বিনয়। কাকা বাবু! কাকা বাবু!

(প্রবেশ করিয়া সুলেখাকে দেখিল যে বিনয়ের পায়ের কাছে মাথা রাখিযা জগোমোহনের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছে। তাই সুলেখাকে দেখিয়াই আচম্বিতে বলিল)

সুলেখা! সুলেখা!

(সুলেখা মুখ তুলিয়া বিনয়ের চোখে চোখ পড়িতেই)

সুলেখা। তুমি—

(ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া পর্দা পড়িয়া গেল)

যবনিকা পতন